রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আয়ুর্বেদ শিখুন
প্রচুর আয় করুন
Certificate by Govt of India Organisation
Ayursathi Academy
89612 70039

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২৪ জ্যৈষ্ঠ - ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ ঃ ৮ জুন - ১৪ জুন, ২০১৯
Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 33, 8 June - 14 June, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বহুদিন ধরেই বিজেপির নম্বর ২ হিসেবে কাজ

করে চলেছেন অমিত শাহ। নমো-২ প্রত্যাবর্তনের পর মন্ত্রিসভাতেও সেই ধারা বজায় রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এতদিনের ২ নম্বর ব্যক্তি রাজনাথ সিংকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে পাঠিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিজের পরের আসনটি দিলেন অমিতকে।

রবিবার : চোরা শিকারীদের কবল থেকে বাঁদর থেকে দুর্লভ পাখি

কেউই রেহাই পাচ্ছিল না এতদিন। এবার তাদের নজরে স্বয়ং পশুরাজ সিংহ। আর সেটা ঘটল কলকাতার বুকেই। বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে থেকে উদ্ধার হল স্বয়ং সিংহরাজ।

সোমবার : মোদী মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই জোর দেওয়া হল

কৃষক ভাতা ও পানীয় জলের সরবরাহের ওপর। বোঝা গেল দেশের প্রধান সমস্যা কৃষকদের রোজগার যা ভাবাচ্ছে নতুন সরকারকে।

মঙ্গলবার : বাংলা সহ অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির তুমুল

আপত্তির মুখে হিন্দিকে ঐচ্ছিক করা থেকে আপাতত পিছু হটল কেন্দ্রীয় সরকার। মূলত পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যের বাধাতেই সরতে হল কেন্দ্রকে।

বুধবার : নির্বাচন কমিশন জানিয়েছেন চলতি বছরেই রাষ্ট্রপতি শাসনে থাকা জম্মু ও কাশ্মীরে

বিধানসভা নির্বাচন সেরে ফেলতে চায় তারা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে কট্টরবাদী নেতা অমিত শাহের আবির্ভাবে কাশ্মীর নিয়ে আরও কড়া মনোভাব নিতে চলেছে কেন্দ্র।

বৃহস্পতিবার : জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করল টিম ইন্ডিয়া।

বুমরাহ — চহ্বালের দুরন্ত বোলিংয়ে প্রোটিয়ারা গুটিয়ে যায় মাত্র ২২৭ রানে। এই অল্প রান তুলতেও হিমশিম খেল ভারত। রোহিতের দুর্দান্ত ব্যাটিং শেষ পর্যন্ত রক্ষাকবচ হয়ে জয় এনে দিল।

শুক্রবার : কিছুদিন আগেই প্রাক্তন ক্রোয়েশিয়ান বিশ্বকাপার ইগরকে

ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পর তৃণমূলও পেশাদারী ঢঙে হেঁটে প্রশান্ত কিশোরের মতো অভিজ্ঞ স্ট্র্যাটেজিস্টকে দলের অভিমুখ করতে চাইছে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

উন্নয়নের মাথায় বাড়ি

ওঁকার মিত্র : গত ১০ মার্চ ঘোষিত হয়েছিল লোকসভা ভোটের নির্ঘন্ট। সেইদিন থেকেই লাগু হয়েছিল আদর্শ আচরণ বিধি। অর্থাৎ উন্নয়ন কর্মে ফুলস্টপ। সাতদফায় ভোট মিটল ১৯ মে। আড়াই মাস পর ফল বেরোল ২৩ মে। উন্নয়ন বাঁধা থাকল বিধির শিকলে। তারও দিনচারেক বাদে মুখ খুললেন বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও গোঁসা করে খিল দিলেন উন্নয়নের দোরে। প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন অনেক উন্নয়ন করেছি। আর নয়। এবার নিজের দলের প্রতি নজর দেবেন তিনি। ভোট দিয়ে কি বিড়ম্বনাই না বঙ্গবাসীর। উন্নয়নের শপথ নিয়ে ক্ষমতায় বসা শাসক দল ভোটের ফলে হতাশ হয়ে মুখ ফিরিয়েছে উন্নয়নের থেকে। আর ভোটের ফলে উজ্জীবিত বিরোধী দল বিজেপি রাজ্যের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ভুলে এখন দলের উন্নয়নে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। উন্নয়নের দাবি তো দূর অস্ত আর দুই বিরোধী শক্তি বাম ও কংগ্রেস সর্বস্ব খুইয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ এখন অঙ্কের ক্লাস। প্রত্যেক দলের রাজনৈতিক মাস্টারমশাইরা ব্ল্যাকবোর্ডে চুলচেরা হিসাব নিকাশে ব্যস্ত। কর্মীদের ডেকে তাঁরা বুঝিয়ে দিচ্ছেন কার ভোট কোন দিকে কতটা গেল। কত শতাংশ হিন্দু বা মুসলিম ভোট কোন দলের পক্ষে পড়ল। এই সব ক্লাসে পশ্চিমবঙ্গবাসী আর রক্তমাংসের মানুষ নয়। তারা কোনও একটি দলের এক একটি ধর্মীয় ভোট। কোন কৌশলে এই ভোট পণ্যকে নিজেদের ঘরে তোলা যাবে তার বুথওয়াড়ি পরিকল্পনাও রচিত হচ্ছে এইসব ক্লাসে। শুধু অঙ্ক কষলেই হবে না। তাকে মেলাতেও হবে। তাই ক্লাসের বাইরে কাটা হয়েছে কবাডির কোট। হাতে হিসেবের খাতা নিয়ে সেখানে অফিস দখল, লোক দখলে অবতীর্ণ দুই যুযুধান শিবির। বাইশ বনাম আঠারো। শুরু হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কোর্টের বাইরে জড়ো হওয়া দলীয় কর্মীরা খেলোয়াড়দের তাতাচ্ছে জয় শ্রীরাম আর জয় হিন্দ ধ্বনিতে। গ্যালারিতে বসে অসহায় বাম ভোট-ডান ভোট, বিজেপির ভোট-তৃণমূলের ভোট পণ্য বঙ্গবাসী দেখছে কিভাবে তাদের রাজ্যটা উন্নয়ন ছেড়ে তলিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসের গভীরে।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন গত নির্বাচনকে আখ্যা দিয়েছিল দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব। উৎসবের পর মানুষের জীবনে শান্তি আসে, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগে, সমৃদ্ধি আসে। সেই জায়গায় বাংলায় এসেছে হানাহানি, কাটাকাটি, খুন-জখম। নির্বাচন মিটতেই কমিশন তার লোকলস্কর তুলে নিয়ে হাত গুটিয়ে সরে পড়েছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ ঘোচাবে কে? শাসক বিরোধী সকলেই ব্যস্ত দলীয় আখের গোছাতে। ফলে নির্বাচনী বিরতির পর জেগে উঠছে ধামাচাপা দেওয়া অসন্তোষ। সরকারি কর্মীরা ফুঁসছে আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে। শিক্ষকরা অধিকার আদায়ে সোচ্চার। সিভিক পুলিশে অসন্তোষ অবহেলার বিরুদ্ধে। কৃষক-শ্রমিক-খেটে খাওয়া মানুষ রোজগারের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরছে। পাহাড়-জঙ্গলমহল চিৎকার করছে স্বজনপোষণ আর না পাওয়ার যন্ত্রণায়। ছলে বলে কৌশলে বক্তৃতায় সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর কদমে চলছে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা। বাংলা পরিণত হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু এক পিছিয়ে পড়া অপুষ্ট রাজ্যে। বাঙালি খুঁজছে মুক্তি। নতুন কোনও শক্তির উত্থান কি আসন্ন? ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সকলে। কবে আসবে সেই ভোর যেদিন দেখতে হবে না রোজকার সন্ত্রাস।

রাজ্যওয়াড়ি মানব উন্নয়ন সূচক

উপরের দশ				নিচের দশ			
স্থান	রাজ্য	সূচক ২০১৫	সূচক ২০১৮	স্থান	রাজ্য	সূচক ২০১৫	সূচক ২০১৮
১	কেরালা	০.৭৭০	০৭৮৪	২০	অন্ধ্রপ্রদেশ	০.৬২৭	০.৬৪৩
২	গোয়া	০.৭৬৩	০.৭৬৪	২১	পশ্চিমবঙ্গ	০.৬২০	০.৬৩৭
৩	পাঞ্জাব	০.৭০৬	০.৭২১	২২	রাজস্থান	০.৬০১	০.৬২১
৪	হিমাচল প্রদেশ	০.৭০৬	০.৭২০	২৩	অসম	০.৫৯৩	০.৬০৫
৫	সিকিম	০.৬৯৬	০.৭০৮	২৫	ওড়িশা	০.৫৮০	০.৫৯৭
৬	তামিলনাড়ু	০.৬৮৭	০.৭০৪	২৬	মধ্যপ্রদেশ	০.৫৭৭	০.৫৯৪
৭	হরিয়ানা	০.৬৮৭	০.৭০৪	২৬	মধ্যপ্রদেশ	০.৫৭৭	০.৫৯৪
৮	মিজোরাম	০.৬৯৭	০.৬৯৭	২৭	ঝাড়খন্ড	০.৫৭৮	০.৫৮৯
৯	মহারাষ্ট্র	০.৬৮৩	০.৯৫	২৮	উত্তরপ্রদেশ	০.৫৬৬	০.৫৮৩
১০	মণিপুর	০.৬৯৯	০.৬৯৫	২৯	বিহার	০.৫৫১	০.৫৬৬

ভারতের গড় সূচক (২০১৮) : ০.৬৪০

উন্নয়ন না দলের কাজ?

অন্দরমহল দ্বিধাবিভক্ত

কুনাল মালিক : সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর, এ রাজ্যের শাসকদলের অন্দরমহলে প্রশ্ন উঠেছে উন্নয়ন না দলের কাজ? কোনটায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রসঙ্গত গত মার্চ মাসে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার দিন থেকে মে মাস পর্যন্ত ৩ মাস রাজ্যের উন্নয়ন থমকে ছিল নির্বাচনী বিধি নিষেধের জেরে। ফলাফল প্রকাশ হতে দেখা গেল তৃণমূলের শক্ত দুর্গে গেরুয়া ঝড়ের দাপট। ৪২টার মধ্যে ১৮টা আসনে পদ্মফুল ফুটেছে। এছাড়াও সর্বত্র পদ্মফুল উঠে এসেছে দ্বিতীয় স্থানে। যা অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়। তারপর তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাবার হিড়িক তো আছে। তার সঙ্গে 'জয় শ্রীরাম', 'জয় হিন্দ', 'জয় বাংলা',

কাটাছেঁড়া

'জয় মা কালী'- নানা ধ্বনির চাপান উতোর, মার-পাল্টা মার, হুমকি নানা ফতোয়ায় জেরবার রাজ্য রাজনীতি। এসবের মাঝে 'উন্নয়ন' বিষয়টি ক্রমশঃ চাপা পড়ে যাচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলন করে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, 'অনেক কাজ করে ফেলেছি, এবার দলের কাজ করব'। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা রাজ্য-জেলা-ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। ফলাফল প্রকাশের পরই দেখা গেছে যেখানে যেখানে পদ্মফুলের বিকাশ হয়েছে। তারমধ্যে বেশ কিছু অঞ্চলে রাস্তার ইঁট তুলে ফেলা হয়েছে, কোথাও জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। অনেক তৃণমূল জনপ্রতিনিধিকে আড়ালে আবডালে বলতে শোনা গেছে- 'বোঝ কত ধানে কত চাল!' সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন ব্লকে প্রধান উপপ্রধানদের নিয়ে বিডিওরা সভা ডেকেছিলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভাটপাড়া দিয়ে শুরু দখলের দৌড়

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাকপুর : সম্প্রতি ভাটপাড়া পুরসভা দখলের মধ্যে দিয়ে, রাজ্যে আসন্ন পুর নির্বাচনে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা দখলের পথ প্রশস্ত করল বিজেপি বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল। গত মঙ্গলবার এই জেলার ৩৫টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট ভাটপাড়া পুরসভার ২৬টি ওয়ার্ড দখল করে বিজেপি। এদিন এই ওয়ার্ডগুলির কাউন্সিলরগণ অর্জুন সিংয়ের ভাইপো সৌরভ সিংকে সমর্থন করেন। এক প্রকার বিরোধীশূন্য অবস্থায় নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে বোর্ড গঠন করে গেরুয়া শিবির। যার পুরপ্রধান নির্বাচিত হন সৌরভ। মূলত শিল্পাঞ্চল এলাকা বলে পরিচিত বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি সাংসদ হিসেবে অর্জুন সিং জয়ী হওয়ার পর এই লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগদানের হিড়িক পড়ে যায়। বারাকপুর, হালিশহর, নৈহাটি পুরসভাগুলিতে বহু কাউন্সিলরই ইতিমধ্যে শিবির বদল করেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

দক্ষিণ কলকাতার পুরজল সহ

কলিফর্ম ব্যাক্টিরিয়ায় আক্রান্ত কেনা জলও

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বাঘা যতীন সংলগ্ন বিদ্যাসাগর কলোনির ৪ নম্বর ব্লক এবং সন্নিহিত রামগড় এলাকা, কেয়াতলা এলাকা, বিদ্যাসাগর কলোনির ৩ নম্বর ব্লক এলাকা এবং ৯৯ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া ১০০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে একাধিক ব্যক্তির জন্ডিস বা 'হেপাটাইটিস-এ' আক্রান্তের সংবাদ চলতি বছরে কলকাতায় প্রথম ছড়িয়ে পড়ে। পানীয় জল থেকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব যে ছড়াচ্ছে তা প্রমাণিত। পুর স্বাস্থ্য দফতরের চিকিৎসকেরা আধিকারিকরা গত ৩০ মে এলাকায় গিয়ে জন্ডিস আক্রান্তদের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট ও স্থানীয় ৫২টি জায়গা থেকে পানীয় জলের নমুনা এবং পুরসংস্থার জলের এটিএম থেকেও নমুনা সংগ্রহ করে পুরসংস্থার নিজস্ব হগ স্ট্রিটস্থিত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে মহানাগরিকের কাছে ২৭টি রিপোর্ট জমা পড়ে। তাতে ১৮টি টাইমের কলের জলের মধ্যে ১০টি টাইমের কলের জলের নমুনায় 'কলিফর্ম ব্যাক্টিরিয়া' থাকার প্রমাণ মিলেছে। পুর চিকিৎসকদের বক্তব্য, ওই ব্যাক্টিরিয়া থেকে জন্ডিস হতে পারে।

তাই রাস্তার ধারের ওই সব কল সাময়িক 'সল' করা হয়েছে। ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা জলের একটি এটিএম বন্ধ করা হয়েছে। বাকি ন'টি জলের নমুনা বিভিন্ন সংস্থার তৈরি ২০ লিটারের জলের জার ও স্থানীয় সরবরাহকারীদের জলে কলিফর্ম ব্যাক্টিরিয়া মেশার প্রমাণ মিলেছে, মহানাগরিক তাদেরকেও সতর্ক করা হবে বলে জানিয়েছেন। এদিকে যাঁরা 'প্যাকেজড' জল খাচ্ছেন, তাঁরা পুরসংস্থার জল পরীক্ষার রিপোর্টে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছে। আবার স্থানীয় সংস্থার 'প্যাকেজড' জলও অনেকেই খান। সেগুলি যথাযথ পদ্ধতিতে পরিশ্রুত করা হয় কী না, তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান।

ওইসব এলাকায় কলকাতা পুরসংস্থার সরবরাহ করা টাইমের পানীয় জলের 'প্রেসার' না থাকায় যে পরিবারগুলিতে জন্ডিস ছড়িয়েছে, দেখা গিয়েছে তাদের অনেক পরিবার মোটের ওপর 'প্যাকেজড' জলই পান করে থাকেন। সে কারণে ওইসব জলে জীবাণু যে রয়েছে তার প্রমাণও জল পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। পাশাপাশি হস্ত চালিত কলের জল ক্লোরিনের পরিমাণও পরীক্ষা করেছে পুর চিকিৎসক দলটি। তাতে অবশ্য ক্ষতিকর কিছু বা কলিফর্ম মেলেনি। এরই মধ্যে ওই জন্ডিস নিয়ে 'রাজনৈতিক তরজা' শুরু হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পরীক্ষায় ফেল কলকাতার স্ট্রীট ফুড : পড়ুন ছয়ের পাতায়

হোগল নদীর বাঁধে ফাটল

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : বর্ষা শুরুর আগেই সুন্দরবনের নদী বাঁধে ব্যাপক ফাটল ধরায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েতের গৌরদাসপাড়া সংলগ্ন হোগল নদীবাঁধের ফাটল দিয়ে গ্রামের মধ্যে নোনা জল ঢুকতে দেখে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। দুটি জায়গায় প্রায় আধ কিলোমিটার নদীবাঁধে ফাটল ধরায় ইতিমধ্যেই গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করেছে। সামনে অমাবস্যার কোটালে কি হবে সেই চিন্তায় ঘুম নেই গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সঠিক পদ্ধতিতে নদী বাঁধ সংস্কার কিংবা নতুন কোনও বাঁধ নির্মাণ না হওয়ায় ২০০৯ এর আয়লা পরবর্তী সময় থেকে আতঙ্কিত হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। তাঁদের দাবি ইতিমধ্যে নদীর লবণাক্ত জল গ্রামে ঢোকায় পুকুরের মাছ,চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অবিলম্বে সরকারি সহায়তার জন্য সুন্দরবন উন্নয়ণ পর্ষদ এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তাঁরা।

এ ব্যাপারে বাসন্তী বিডিও সৌগত সাহা বলেন এমন কোন খবর জানা নেই। তবে খোঁজখবর নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অন্যদিকে ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতর প্রধান ইউসুব আনসারী বলেন ঘটনার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি লেবার দিয়ে বাঁধ মেরামতীর কাজ শুরু করেছি। যাতে করে অমাবস্যার কোটালে নদীবাঁধ আর না ভেঙে যায় সেই দিকটিও ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুণছেন গ্রামবাসীরা।

যে শব্দতরঙ্গ শক্তি যোগায়, ভয় কাটায়

বর্তমানে নানান স্থানে নানা ভাবে সমাজে যত্রতত্র জয় শ্রীরাম, হরে কৃষ্ণ ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে। কোনও কোনও ব্যক্তি এই শব্দতরঙ্গকে শুভ বলে বলছেন, আবার কেউ কেউ এই তরঙ্গকে নিন্দা করছেন। এই বিষয়ে লিখেছেন -

ডাঃ সুবোধ কুমার চৌধুরী

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন অযোধ্যার রাজা। স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। শ্রীরামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ হলেন লীলা পুরুষোত্তম। শ্রীরামচন্দ্র সত্য, ন্যায় ও ধর্মের প্রতীক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন কিনা? কারও কারও মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। আবার কেউ রামচন্দ্রকে নিঃশংসয়ে ভগবান বলে গ্রহণ করেন। এই বিষয়টা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ৭/১৫-১৬ শ্লোকে এর ব্যাখ্যা করেছেন। ৭/১৫ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ
মায়য়াপহৃত জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ

চার শ্রেণীর মানুষ আমার (ভগবানের) শরণাগত হয় না- আমাকে বিশ্বাস করে না, এরা কারা?

ক) মূঢ় : সমাজে যারা কঠোর পরিশ্রম করে গাধার মতো। তাদের পরিশ্রমের ফল নিজেরাই ভোগ করতে চায় এরা পশুর মতো জীবন যাপন করে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ছাড়া কিছুই ভাবে না- খাও দাও ভোগ করো, চার্বাক তত্ত্ব- ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত। জীবনের এর বাহিরে কিছু আছে এরা ভাবে না।

খ) নরাধম : নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এরা উন্নত হলেও ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা

পরিচালিত হয় না। আমি কেন মানুষ হলাম, কেন কুকুর, বিড়াল, ছাগল ইত্যাদি হলাম না, এ ধরনের প্রশ্ন করে না, 'অথাথো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' করে না-এরা নরাধম।

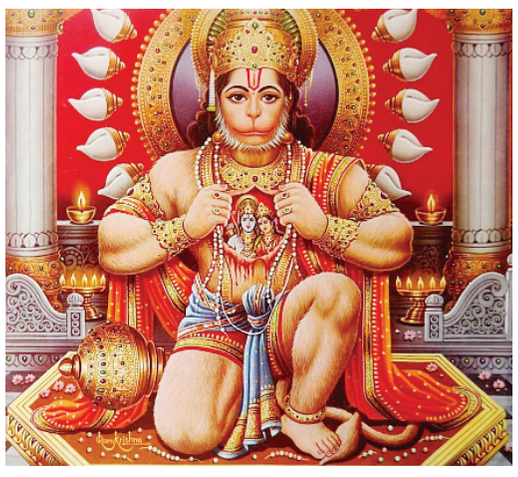

গ) দুষ্কৃতিসম্পন্নব্যক্তি- এই শ্রেণির মানুষ অধিকাংশ খুব বিদ্বান, দার্শনিক, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক। কিন্তু মায়াশক্তির প্রভাবে এরা বিপথগামী এবং এরা সমাজকে বিপথে পরিচালিত করছে। এরা বলে ভগবান বলে কিছুই নেই, মানুষ ভগবানকে তৈরি করেছে। মানুষই ভগবান মানুষকে সেবা করলে ভগবানের সেবা হবে। আলাদাভাবে ভগবানের সেবার দরকার নেই। বলে জীবে সেবা শিব সেবা- কিন্তু জীব হত্যা করে হিংসা করে এরা অহিংসার বাণী প্রচার করে।

ঘ) চতুর্থ শ্রেণি হলো অসুর প্রকৃতি- আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি ভগবানের নাম সহ্য করতে পারে না। জয় শ্রীরাম হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম তারা সহ্য করতে পারে না। তারা বলে আমি তো কোনও দিন ভগবানের নাম স্মরণ করি নি আমার কি হয়েছে। এই শ্রেণির মানুষ যেমন, রাবণ, কংস, শিশুপাল, হিরণ্যকশিপু। এরা ভগাবানের নাম সহ্য করতে পারতো না। এরা যথেষ্ট বিদ্বান, ক্ষমতাশালী কিন্তু ভগবানের নাম সহ্য করতে পারতো না। কংসের রাজত্বকালে কংস সারা রাজ্যে 'জয় কংসের জয়' ধ্বনি দিতে হতো। হিরণ্যকশিপু সময় জয় 'হিরণ্যকশিপুর জয়' বলতে হতো। আসুরিক প্রজাতির মানুষ যখন রাজত্ব করে তখন তার জয় ধ্বনি দিতে প্রজাদের বাধ্য করতো। কিন্তু কালের প্রভাবে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষের মনে অনাদি কালের অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ 'জয় শ্রীরাম' কেবল বেঁচে আছে।

চার শ্রেণীর মানুষ ভগবানের শরণাপন্ন হন- গীতায় ৭/১৬ শ্লোকে বলা হয়েছে-

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতিনোহর্জুন।
আর্তোঃ জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।

চার শ্রেণীর মানুষ ভগবানের ভজনা করে-

ক) আর্ত - কেউ যখন বিপদে পড়ে, রোগ জ্বালায় কষ্ট পায়, তখন ভগবানের শরণাপন্ন হয়।

খ) অর্থার্থী - 'মা কালী হয় টাকা দে নয় দেখা দে' জড় জাগতিক বিষয় সুখ স্বাচ্ছন্দ পাবার লালসায় ভগবানের শরণাপন্ন হয়।

গ) জিজ্ঞাসু- ভগবানের সম্বন্ধে কিছু শোনার পর সেই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কাছে গিয়ে ভগবান সম্বন্ধে জানা ভগবান কে? তিনি কোথায় থাকেন, আমি কে? মৃত্যুর পর আমার গতি কি? এই সকল বিষয়ে যারা প্রশ্ন করে তারা জিজ্ঞাসু।

ঘ) জ্ঞানী - এরা ভগবানকে জেনেছে। তার বিভূতি জানে। তিনি সমস্ত কারণের কারণ। তিনি অনাদির আদি জেনে তার শ্রীচরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তারা জ্ঞানী। কিন্তু এই ধরনের জ্ঞানী খুবই দুর্লভ। গীতাতে বলা হয়েছে ৭/১৯

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সু দুর্লভ।

বহু বহু জন্মের পর জ্ঞানী জানতে পারে সকল কারণের কারণ বাসুদেব শ্রী কৃষ্ণ। তখন তারা সম্পূর্ণরূপে তার শরণাগত হয়। এই ধরনের জ্ঞানী অত্যন্ত দুর্লভ। আমাদের ছোট বেলায় মা দিদিমা বলতো 'বাবা' কোথাও কখনও ভয় পেলে জয় শ্রীরাম 'জয় শ্রীরাম' বলবি দেখবি সব ভয় দূর হয়ে যাবে। বাস্তব জীবনে কখনও কখনও ভীষণ ভয় পেলে 'রাম' 'রাম' জয় শ্রীরাম বলতাম তখন সব ভয় উধাও হয়ে যেত। শরীরে মনে কেমন শক্তি পেতাম। এই হল রাম নাম। যে নাম স্মরণ করলে ক্ষণিকের মধ্যে সব বিপদ দূর হয়ে যায়। আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। রাম নাম কত শক্তিশালী- আমাদের দেশে একটি প্রচলিত কথা আছে

রাখে রাম তো মারে কে?
মারে রাম তো রাখে কে?
এই কথাটা আজও সত্য।

এরপর চারের পাতায়

নতুন সরকার, মজবুত ডিপি গড়ে তোলার শপথ

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজারের হালহকিকৎ নিয়ে যখনই কোনও আলোচনা হয় তখন আমরা বাজার বাড়া–কমা বা নিফটির ওঠা–নামা নিয়ে আলোচনা করি। এটাই একজন সাধারণ লগ্নিকারী বা ট্রেডারের ধর্ম। সব অর্থনৈতিক বাজারেই এই ধরনের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিফটির এই উত্থান–পতনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল বাজারের স্থায়িত্ব বজায় থাকা। অর্থ বাজার স্থিতিশীল থাকলে সকলের লাভ। নচেৎ মিলবে লবডঙ্কা। এমনিতেই ভারতীয় নিফটি ১২হাজারের ওপর থেকে এখন নতুন মাইলস্টোনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সেনসেক্সও খেলছে নয়া উত্থানের খেল।

একসময় পুরনো নোট বাতিলের মাধ্যমে মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। এক ঢিলে বেশ কতগুলি দুষ্ট পাখিকে মেরে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী । যার জাঁতাকলে পড়ে রীতিমতো ত্রাহি ত্রাহি রব তুলছে কালোবাজারী থেকে অসাধু কারবারের নানা দুষ্টচক্র। ঘটনাচক্রে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এদের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছেন এদেশেরই অনেক মোদি বিরোধী নেতা নেত্রী। এখানেই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের। একদিকে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সুনিপুণভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তখন এক শ্রেণির ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ কার্যত কথা বলছেন কালো বাজারীদের সুরে। এর ফলে মানুষের মধ্যে খানিকটা হলেও যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে না, তা নয়। তাও মোটের একটা জিনিস পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে দেশের আপামর মানুষের মধ্যে নোট বাতিলের পর মোদির ক্রেজ আরও বেড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়াও মিলছে ষোলোআনা। বিজেপি যে নিরঙ্কুশ জয়ে পেল ২০১৯ ১ তা যেন ২০১৪–র দিল্লি বিজয়ের ফ্ল্যাশ ব্যাক। বরং তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে এবার।

ভারত সরকার এখন 'ইনভেস্টর ফ্রেন্ডলি' হয়ে উঠতে চাইছে তার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে। লগ্নিকারীদের কাছে টানতে সরকার তথা অর্থমন্ত্রক আগামীতে অনেক রকম পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলেও জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকল্পের কথা ইতিমধ্যেই বাজারে ভাসতে শুরু করেছে। তাছাড়া সুদের হার নিয়মিতভাবে কমে যাচ্ছে বলে মধ্যবিত্তদের একটা অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাও খুঁজছে সরকার। কারণ কেন্দ্র ভালোমতোই জানে বহু মধ্যবিত্তের সংসার চলে পেনশন ও ফিক্সড থেকে উপার্জিত অর্থের ওপর। এবার সুদের হার যদি এভাবে পড়ে যেতে থাকে তবে তো তারা সমস্যায় পড়বেনই। এর বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক একান্তভাবে চাইছে দেশের আম জনতা তাদের রোজগারের একটা অংশ শেয়ার বাজারে লগ্নি করুক। প্রত্যক্ষভাবে না করলেও পরোক্ষভাবে যাতে এই বিনিয়োগ হয় সেদিকে নজর রেখে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির পথ আরও সুগম করতে চাইছে ভারত সরকার। এমনিতে বিজ্ঞাপনে একটা ভাষা প্রায়ই আমাদের কানে বাজে, 'মিউচুয়াল ফান্ডে

অর্থনীতি

লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ'। এই ঝুঁকির জায়গাটা যতটা সম্ভব সরল করার চেষ্টাও রয়েছে সরকারের পরিকল্পনায়। তবে শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে শেয়ার বাজারে অংশগ্রহণ নয়, সাধারণ মানুষ যাতে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শেয়ার বাজারে সামিল হতে পারে তারও প্রস্তুতি নেওয়া উচিত সরকারের। সেক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে সাধারণ ভারতবাসীকে 'শেয়ার শিক্ষিত' করে তোলার অভিযান নেওয়া যেতেই পারে। একসময় ভারতের শেয়ার বাজারে রিয়েলিটি শেয়ারের ব্যপক রমরমা দেখা গিয়েছিল। এর পর আবার দেখা গেল তার জমানার অবসান ঘটেছে। তারপর ওষুধ ও তথ্য প্রযুক্তির শেয়ারের রমরমা বেশ কিছুদিন প্রত্যক্ষ করেছে ভারতের শেয়ার বাজার। এখন সেখানে ভাঁটা।

যদিও শেয়ার বাজারের যেমন কোনও নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই, তেমনই এই বাজার কখনই কারও হাতের মুঠোয় চলে এসেছে এমন দাবি বোধহয় করতে পারেন না বিশেষজ্ঞরাও। অনেক সময়ই দেখা যায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন এক, আর বাজার এগোচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে। এক্ষেত্রে বাজারের চরিত্র বোঝা সত্যি দায়। এতটা অনিশ্চয়তা জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই নেই। শেয়ার বাজার কোন খবরকে ইতিবাচক ধরে এগোবে, আর কোন খবরকে ঘিরে স্পর্শকাতর হয়ে পিছুটান মারবে তা বুঝতে দুনিয়ার যে কোনও বিশেষজ্ঞই হিমশিম খাবেন। আসলে এই বাজারের চরিত্রই এটা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ জুন – ১৪ জুন, ২০১৯

মেষ : সপ্তাহটি অতি সতর্কে ও সামধানে অতিবাহিত করতে হবে। বাক সংযম করে চলা উচিৎ। বাধা থাকলে আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে দায়িত্ব বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ে ভাল ফল পাবেন।

বৃষ: পতি–পত্নীর মধ্যে দ্বন্দ্বভাব লক্ষিত হবে। বন্ধু–বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। যাঁরা শিল্পী তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। অতিরিক্ত চঞ্চলতা হেতু শিক্ষায় ক্ষতি। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন।

মিথুন : নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শরীর ভাল যাবে না।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। সন্তান–সন্ততির বিষয়ে উদ্বেগ থাকবে। শিক্ষায় বাধা আসবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গোলযোগ পূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

সিংহ : পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য ও সুনাম যশ বৃদ্ধি। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি হলেও উন্নতির যোগ।

কন্যা : গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের গোলমাল মিটে যাবে। আপনার সুচিন্তা ধারা কার্যে পরিণত হতে পারে। পতি পত্নীর মধ্যে মতের মিল থাকবে না। রক্তের উচ্চ চাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের আশা আছে।

তুলা : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ। নতুন ব্যবসা–বাণিজ্যের দিকে মন দেবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মস্থলে আয় ও উন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। সদ গুরু লাভ এবং আধ্যাত্মিক পথে উন্নতির যোগ রয়েছে। পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়ার ব্যাপারে সংযমী হতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে।

মকর : শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে পূর্বের তুলনায় বেশি লাভবান হবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে করতে পারবেন না। সৎ ও জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। সাবধান থাকতে হবে।

কুম্ভ : অর্থনৈতিক বিষয়ে তেমন শুভফল পাবেন না। লেখাপড়ায় শুভ হবে। আর্থিক বিষয়ে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। কর্মস্থলে গোলযোগ পূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সতর্কে চলতে হবে।

মীন : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজে বাধার মাধ্যমে অগ্রসর। চিন্তা ভাবনা করে কাজে হাত দেবেন।

পশ্চিমবঙ্গের ২৪০৫ তরুণ–তরুণীকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের সরকারি নার্সিং ট্রেনিং স্কুলগুলিতে ৬ মাসের ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং সহ তিন বছরের জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। কোর্স শুরু হবে অক্টোবরে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর HNG/4T–38–2018/Pt–I/485.

আসনসংখ্যা : তরুণীদের জন্য ২,৩০০টি, তরুণদের জন্য ১০৫টি। মোট আসনের মধ্যে তফসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য ৫২৯টি, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ১৪৪টি, ও বি সি–এ প্রার্থীদের জন্য ২৪১টি, ও বি সি–বি প্রার্থীদের জন্য ১৬৮টি, সমাজকল্যাণ দফতর কর্তৃক স্বীকৃত অনাথ আশ্রমে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য ৪৬টি এবং মহিলা সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স প্রার্থীদের জন্য ৫৮টি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৭২টি আসন সংরক্ষিত থাকবে।

প্রার্থী যে জেলা থেকে আবেদন করবেন, প্রার্থীকে অবশ্যই আবেদনের দিন পর্যন্ত সেই জেলায় একটানা ৫ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। ইংরেজিতে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। এর পাশাপাশি বাংলা বা নেপালি ভাষা লিখতে, পড়তে এবং বলতে জানতে হবে। বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

প্রশিক্ষণের প্রথম ১ বছর প্রার্থীর নিজেকেই থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। পরের আড়াই বছরের কোর্স আবাসিক। থাকতে হবে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে। থাকার খরচ বাবদ মাসে ১২ টাকা দিতে হবে। খাওয়ার খরচ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে সরকার চাকরি দিতে বাধ্য থাকবে না।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wb–health.gov.in আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ জুন। আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো এবং সই আপলোড করতে হবে।

প্রতিষ্ঠান অনুসারে আসনসংখ্যা (১) কালিম্পং এস ডি হসপিটাল, দার্জিলিং : ৪০টি। (২) নর্থ বেঙ্গল এম সি এইচ, দার্জিলিং : ১০০টি। (৩) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, কোচবিহার : ৫০টি। (৪) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, জলপাইগুড়ি : ৬০টি। (৫) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, কোচবিহার : ৫০টি। (৪) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, জলপাইগুড়ি : ৬০টি। (৫) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, দক্ষিণ দিনাজপুর : ৬০ টি। (৬) মুর্শিদাবাদ এম সি অ্যান্ড হসপিটাল, বহরমপুর : ৬০ টি। (৭) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, নদিয়া কৃষ্ণনগর : ৫০টি। (৮) জে এন এম হসপিটাল, কল্যাণী, নদিয়া : ৪০টি। (৯) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, বীরভূম, সিউড়ি : ৬০টি। (১০) জি এন এম ট্রেনিং সেন্টার, পুরুলিয়া : ১০০টি। (১১) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, হাওড়া : ৪০টি। (১২) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, হাওড়া : ৪০টি। (১৩) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল হুগলি, চুঁচুড়া : ৬০টি। (১৪) মালদা মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল : ৩০টি। (১৫) এম আর বাঙুর হসপিটাল, টলিগঞ্জ, কলকাতা : ৩০টি। (১৬) এস এস কে এম হসপিটাল, কলকাতা : ১০০টি । (১৭) এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, কলকাতা : ৭০টি। (১৮) এল ডি ভি হসপিটাল, কলকাতা : ৫০টি। (১৯) এস এন পণ্ডিত হসপিটাল, কলকাতা : ৩০টি। (২০) সি এন মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, কলকাতা : ৫০ টি। (২১) আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল : ৪৫টি। (২২) মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল, কলকাতা : ৬০ টি। (২৩) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, দার্জিলিং : ৫০টি। (২৪) বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল : ১০০ টি। (২৫) বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল : ১০০ টি। (২৬) তমলুক ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, পূর্ব মেদিনীপুর : ৫০টি। (২৭) উলুবেড়িয়া এম ডি হসপিটাল, হাওড়া : ৭০টি। (২৮) গান্ধি মেমোরিয়াল হসপিটাল, কল্যাণী, নদিয়া : ৬০টি। (২৯) আলিপুরদুয়ার এস ডি হসপিটাল : ২৫টি। (৩০) ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, উত্তর চব্বিশ পরগনা : ১০০টি। (৩১) চিত্তরঞ্জন সেবাসদন : ৫০টি। (৩২) লালগড় হসপিটাল : ১০০ টি। (৩৩) অশোকনগর এস জি হসপিটাল, উত্তর চব্বিশ পরগনা : ৭০টি। পুরুষরা আবেদন করবেন। (৩৪) বাঘাযতীন এস জি হপিটাল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : ৩৫টি। পুরুষরা আবেদন করবেন। (৩৫) কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হসপিটাল : ১০০টি। (৩৬) ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল : ৬০টি। (৩৭) ঘাঁটাল এস ডি হসপিটাল : ৬০টি। (৩৮) বসিরহাট ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল : ৬০টি। (৩৯) জঙ্গিপুর এস ডি হসপিটাল : ৬০টি।

উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। নির্বাচিত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ১ জুলাই। ভোকেশনাল বা অ্যাডিশনাল বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর গণ্য হবে না। নির্বাচিত প্রার্থীদের নথিপত্র যাচাই করা হবে।

যাচাই করা হবে এই সব নথি : * উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার মার্কিশিট। * বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেট বা অ্যাডমিট কার্ড। * নির্দিষ্ট বয়ানে পূরণ করা আবাসিক প্রমাণ পত্র বা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট নেবেন সংশ্লিষ্ট জেলার কোনও প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার/স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান/স্থানীয় বিধায়ক/স্থানীয় সাংসদ/পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর/পুরসভার চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কাছ থেকে। * উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। * সিভিল ডিফেন্সের ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছ থেকে নেওয়া সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট এবং সিভিল ডিফেন্স ক্যাজুয়াল্টি সার্ভিসের কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে নেওয়া ক্যাজুয়াল্টি সার্ভিসের মেম্বারশিপ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। এই সার্টিফিকেটে ক্রমিক নম্বরের উল্লেখ থাকতে হবে। * প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ দফতর কর্তৃক স্বীকৃত অনাথ আশ্রমে বসবাসের প্রমাণস্বরূপ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পদাধিকারী প্রদত্ত মূল আবাসিক সার্টিফিকেট। * দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

দরখাস্ত যাচাইয়ের সময় মূল নথি ছাড়াও নথির স্বপ্রত্যয়িত নকল বা গেজেটেড (গ্রুপ এ) অফিসার দ্বারা প্রত্যয়িত নকল সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

রাজ্যে ৪৫১০০ আসনে ডি এল এড কোর্সে ভর্তি–প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদের অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং এন সি টি ই কর্তৃক স্বীকৃত রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষক–শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডি এল এড) কোর্সে ভর্তির আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আসনসংখ্যা ৪৫,১০০। উল্লেখ্য, রাজ্যের সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাইমারি স্কুলগুলিতে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ থাকা বাধ্যতামূলক। ডি এল এড কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। কোর্স শুরু হবে জুলাইয়ে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলি, ও বি সি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর–সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল।

বয়স : ১–৭–২০১৯ তারিখে বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ৫ বছর এবং ও বি সিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। ৩–৯–২০০১–এর আগে নিয়োগ হওয়া কর্মরত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। সরকারি নিয়মানুসারে প্রাক্তন সমরকর্মীরা বয়সের ছাড় পাবেন। প্রার্থী যে–মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিতে চান সেই ভাষাটি উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সংরেজি পড়ে থাকা বাধ্যতামূলক।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbbpe.org প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১২ জুন। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা ফটো, সই, বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বা বার্থ সার্টিফিকেট, উচ্চ মাধ্যমিকের মার্কশিট, কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), কর্মরতদের ক্ষেত্রে ইন–সার্ভিস সার্টিফিকেট (প্রতিটি ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট (পি ডি এফ ফর্ম্যাটে, ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ অনলাইন ব্যবস্থায় দিতে হবে ৩০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।) ফি দেওয়া যাবে ডেবিট

কাজের খবর

কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা মোবাইল ওয়ালেট বা ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। একইভাবে, অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে : (০৩৩)২৯৮৬ ০২৪৬, ২৩৩৭ ৯৩১৩।

শব্দবার্তা ১৩২

১	২			৩	■	■	৪
■		■	■	৫			
■		■	৬		■	■	
■		■	■	৭		৮	
৯			১০	■	■		■
	■	■	১১		■		■
	■	১২		■	■		■
	■		১৩				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিগত বছরের প্রাপ্য ৫। অরি, বৈরী ৬। কৃষিক্ষেত্র ৭। পদ্ম, ময়ূর ৯। মঙ্গলসাধন, কল্যাণ ১১। জমির পরিমাণ বিশেষ ১২। পাঞ্জা, করতল ১৩। শিশির।

উপর–নীচ

২। চুলের গোছা ৩। শুকনো আঙুর ৪। অশুচি ৮। চরণরূপ পদ্ম ৯। পরীক্ষায় সাফল্য ১০। রবীন্দ্রগল্প।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৩১

পাশাপাশি : ১। কবির ২। আমপিন ৪। কমসেকম ৬। রাজি ৯। মম ১১। রজতদ্যুতি ১৩। পন্ডশ্রম ১৪। বহর।

উপর–নীচ : ১। কনক ২। আধমরা ৩। নদীকূল ৫। সেলাম ৭। জিরাত ৮। সদালাপ ১০। মরদুম ১২। তিহার।

PARISEVA
DOCTORS' CHAMBER & CLINIC
(Air Condition)
175/1, D. H. Road, Thakurpukur, Kolkata-700 063
Phone : 8017827137 / 6290356816
অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্র স্বল্পমূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা
পরীক্ষা
ECG ✪ USG ✪ CT SCAN
ANGIOGRAPHY ✪ ECHO ✪ PHYSIOTHERAPY ✪ PATHOLOGY
DOCTORS
চক্ষু বিভাগ ✪ মেডিসিন বিভাগ ✪ শিশু বিভাগ
স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ বিভাগ ✪ চর্ম বিভাগ
ORTHO ✪ SURGERY
All types of spectacles, contact lances & sunglasses are available here at the rate of Bow Bazar
TIME
সোমবার থেকে শনিবার
সকাল ৮.৩০টা থেকে ১.৩০টা
বিকাল ৫টা থেকে ৯টা
এ্যাম্বুলেন্স ও অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে

গড়িয়ায় সর্ব প্রথম এম. ডি. (আয়ুর্বেদ) ডাক্তার মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত আয়ুর্বেদ ক্লিনিক
ব্রহ্মা আয়ুর্বেদা
যে কোন পুরাতন ও জটিল পেটের রোগ, বাতব্যাধি, ত্বকের রোগ, হাঁপানী, অ্যালার্জী, পুরনো সর্দিকাশী, স্থৌল্য, ব্লাডসুগার, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব এবং যে কোন প্রকার যৌন রোগ ইত্যাদি দায়িত্ব সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া পাইলস, ফিসার, ফিসচুলার মত রোগ ঔষধ দ্বারা বা KS পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়।
ডাঃ এ.কে. গড়াই M.D (Ay)
ডাঃ পি. মিশ্র M.D (Ay)
100% গ্যারান্টি চিকিৎসা
বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ PILES ভগন্দর FISTULA
নালিঘা FISSURE
স্থান ঃ– ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন (রেমিডি হসপিটালের কাছে) কোলকাতা - ৭০০ ০৮৪
Cont.: 6291318772 / 6291426088

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ALLERGY ASTHMA CENTRE
CONSULTING PHYSICIAN SPECIALLY FOR ALLERGY ASTHMA URTICARIA
ALLERGIC RHINITIS SNEEZING RECURRENT COUGH AND COLD
FOR ALLERGY TEST AND TREATMENT AND IMMUNOTHERAPY VACCINES
ADD: 2/2A, Dr. SURESH SARKAR ROAD, KOLKATA- 700014.
BEHIND MOULALI MAZAR Near ENTALLY CINEMA HALL
E.mail : pandeynaren@yahoo.com
Website: www.mediland-diagnostic.com
www.drnerenpandey.in
Dr. Naren Pandey
Phone : 9830062336

ঘোরো সব তীর্থ বার বার
জ্যোতিষ তীর্থ সুনির্মল শাস্ত্রী একবার
নিম্নলিখিত সমস্যা প্রতিকার আমরা সর্বদাই সচেষ্ট
✪ পড়াশুনায় বাধা/ব্যর্থতা ✪ প্রেমে/বিবাহে বাধা
✪ চিকিৎসায় সাড়া না মেলা ✪ কালসর্প যোগ
✪ মামলা/মোকদ্দমা ✪ মাঙ্গলিক যোগ
ইত্যাদি বিচার করে অল্পমূল্যে উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থা করা হয়।
জ্যোতিষ শিখে স্বনির্ভর হোন
রাসবিহারী/কালীঘাট/বহু বাজার/বেহালা
9051494244/7890042718

আতস কাঁচে

বাবা ও কাকিমা কে মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ত্রীর সাথে পাড়ারই এক যুবকের অবৈধ সম্পর্ক গঠে ওঠে দীর্ঘদিন।প্রতিবেশীর ওই পরিবারকে একাধিকবার ঘটনার কথা বলে সাবধান হতে বলেছিলেন গৃহবধুর স্বামী পিন্টু হালদারকে।কিন্তু কে শোনে কার কথা। পাড়ারই যুবক অসীম সরদারের যাতায়াত আরো বেড়েই যায়।এমন ঘটনায় পরিবারের লোকজন অতিষ্ট হয়ে সরব হয়ে প্রতিবাদ সোমবার রাতে প্রতিবাদ করলে পিন্টু হালদার লাঠি,বাঁশ ও ইট নিয়ে চড়াও হয় তার বাবা গোপাল হালদার ও কাকিমা মাধবী হালদারের উপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধোর করে বলে অভিযোগ।ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুন্দিপুকুরিয়া গ্রামে।

মারধোরের ফলে মাথায় ব্যাপক আঘাত লাগায় গুরুতর জখম হন গোপাল হালদার ও মাধবী হালদার। স্থানীয় প্রতিবেশীরা গুরুতর জখম অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পাশাপাশি বেশকিছু প্রতিবেশ পিন্টু হালদারের অপকর্মের জন্য গণধোলাই দেয়।ছেলে–বৌমার অত্যাচারে আতঙ্কিত হয়ে ইতিমধ্যে সোমবার রাতেই গোপাল হালদার ছেলে পিন্টু হালদার ও বৌমা স্বপ্না হালদারের নামে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

বৌদিকে শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ চরমে ওঠায়,বৌদিকে বেধড়ক মারধোর করে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠলো দেওরের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার হাড়ভাঙ্গীর নলিয়াখালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ অশান্তি চলছিল বর্মন পরিবারের মধ্যে। পেশায় স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রতন চন্দ্র বর্মন হাড়ভাঙ্গীর নলিয়াখালি গ্রামের বাড়িতে থাকলেও রতন বাবুর ছোট ভাই পেশায় মৃৎশিল্পী দিপঙ্কর বর্মন থাকেন ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের শরপল্লি এলাকায়।

মঙ্গলবার সকালে পৈতৃক বাড়ি বাসন্তীর নলিয়াখালি গ্রামে গিয়ে বাগানে বিভিন্ন চারাগাছ রোপণ করছিলেন দীপঙ্কর বর্মন। অভিযোগ নিজের সম্মতি ছাড়াও দাদা রতন চন্দ্র বর্মনের জমিতে জোর করে চারাগাছ রোপণ করছিলেন। সেই সময় নিজেদের সম্পত্তিতে কেন চারাগাছ লাগানো হচ্ছে প্রতিবাদ করেন রতনবাবুর স্ত্রী সোমা বর্মন। অভিযোগ সেই সময় দীপঙ্কর বর্মন কোনও কথা না শুনে আচমকা বৌদি সোমা দেবীর উপর চড়াও হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাথি,কিল,চড়,ঘুঁসি মারতে থাকেন। মারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচতে বেগতিক বুঝে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন সোমাদেবী। নিজের ঘরে ঢুকে ও রেহাই মেলেনি। এরপর দিপঙ্কর বর্মন ঘরে মধ্যে ঢুকে সোমা দেবীর চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক মারধোর করে তাঁর দেহের ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে সোমাদেবী চিকার চেঁচামেচি শুরু করেন। চিৎকার শুনে স্থানীয় প্রতিবেশীরা সোমা দেবীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাসন্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় দীপঙ্কর বর্মন।

বজ্রপাতে জখম ১০

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রচন্ড দাবদাহের মধ্য দিয়ে রমজান মাস শেষ হলেও বুধবার প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে মোটের উপর ঈদ অনুষ্ঠিত হয়েছে শান্তিপূর্ণ ভাবে।এদিন সন্ধ্যায় ঈদের খুশিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টুঁড়ির বাজারের ভোন্তা সেখের চায়ের দোকানে বসে চা খেয়ে গল্পগুজব করছিলেন জনা দশেক বন্ধু বান্ধব। ইতিমধ্যে সন্ধ্যায় আচমকা ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে চায়ের দোকানে বাজ পড়ে। বাজ পড়ার ফলে চায়ের দোকানে বসে থাকা ৯ জন গুরুতর জখম হন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাজ পড়ার সাথে সাথে দুটি মোবাইল ফোন বিস্ফোরণ ঘটে এবং চায়ের দোকানে থাকা গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে আগুন ধরে গেলে ৯ জন গুরুতর জখম হয়। স্থানীয়রা খবর পেয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় বাকিবিল্লা কয়াল,রফিক কয়াল,হাসেম বায়েন,সাহাজান মোল্লা,আকাদ্দেশ কয়াল,সামসুল কয়াল,খলিল সরদার,রহমত কয়াল,ভোন্তা সেখদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান ।আহতদের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কা জনক।

অন্যদিকে, ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর পাঙ্গাশখালি গ্রামে আচমকা ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে বাজ পড়ে গুরুতর জখম হন কোহিনূর লস্কর নামে এক গৃহবধূ।হস্থানীয় প্রতিশেীরা ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে++ নিয়ে যান। তাঁরও অবস্থা সঙ্কটজনক।

মাধ্যমিক পাশ,ভূগোলে অনার্সের জন্য হাইস্কুলে সুপারিশ শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষার

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানি ঃ সদ্য মাধ্যমিক পাশ করা এক ছাত্রী যাতে ভূগোলে অনার্স নিয়ে পড়তে পারে তার জন্য সুপারিশ করে একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের কাছে চিঠি লিখলেন খোদ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষা। এমন অন্যান্য নজীরবিহীন ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলে।

শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষার সেই সুপারিশের চিঠি মঙ্গলবার দুপুরে স্কুল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন।

ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষা যুথিকা ভুইয়ার লেখা সুপারিশের সেই চিঠি নিয়ে শিক্ষা মহলে নানান গুঞ্জন শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে "কি ভাবে মাধ্যমিক পাশ করা একজন ছাত্রী ভূগোলে অনার্স নিয়ে পড়বে?আরও অবাক কান্ড যে স্কুল কে চিঠি লিখেছেন সেই স্কুলটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়!"

এ বিষয়ে রায়বাঘিনী হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মিন্টু প্রামাণিককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন "বর্তমানে স্কুল ছুটি থাকায় ভর্তির জন্য সুপারিশের চিঠির ব্যাপারটি বিদ্যালয়ের করণিকের মাধমে জানতে পেরেছি। তবে আমার বিদ্যালয়ে অনার্স কোথা থেকে আসবে?তবে যাঁরাই সুপারিশ করে চিঠি পাঠান না কেন একটু সচেতন ভাবে লিখে পাঠালে এমন

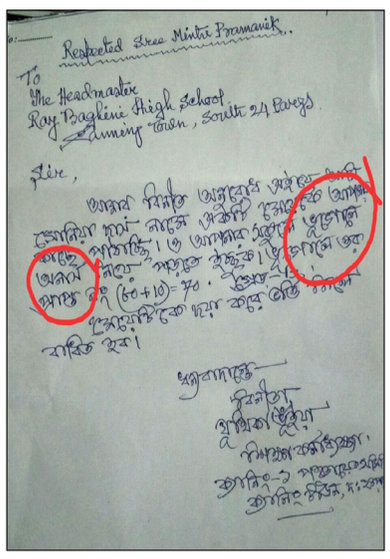

মারাত্মক ভুলভ্রান্তি হবে না পাশাপাশি শিক্ষার মর্যাদা অটুট থাকবে।"

এবিষয়ে ভূগোলের বিশিষ্ট শিক্ষক স্বরূপ ঘোষ বলেন "শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও সুপারিশ বাঞ্ছনীয় নয়।শিক্ষার অধিকার সবার আছে। কারণ যার কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নেই সেই ছাত্র কিংবা ছাত্রী নেপথ্যে বঞ্চিত হবে।পাশাপাশি তিনি আরো বলেন যে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষা সুপারিশ করে চিঠি লিখেছেন তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে। তা না হলে তিনি কি ভাবে একজন মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রীকে ভূগোলে অনার্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কে সুপারিশ করে চিঠি লেখেন?"

অন্যদিকে ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষা যুথিকা ভুইয়া কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন "হ্যাঁ ঠিক লিখেছি ও যাতে ভুগোলে অনার্স নিয়ে পড়তে পারে।পরে অবশ্য চিঠিতে ভুল বশত অনার্স লেখা হয়েছে বলে স্বীকার করেন নেন।"

যদিও ক্যানিং মহকুমার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকারা আড়ালে–আবডালে হাসাহাসি শুরু করেছেন এই বিষয় নিয়ে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক শিক্ষানুরাগী বলেন, " এরকম গুরুত্বপূর্ণ পদে দাযিত্বশীল কাউকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তা না হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত নিজেকে হাস্যাস্পদ করেন।"

দরিদ্র মেধাবী যমজ ছাত্রীদের সাহায্যের হাত বাড়াল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যমজ দুই বোন দারিদ্রতার সাথে লড়াই করে পাশ করার পর আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে উচ্চশিক্ষা লাভের আশা বন্ধ হতে বসেছিল। *আলিপুর বার্তা* পত্রিকায় এমন সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার

আলিপুর বার্তার খবরের জের

পর সংবাদ পড়ে যমজ দুই ছাত্রীর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন পানিখালি মালঞ্চ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের নদীবেষ্টিত বিপ্রদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডীপুর গ্রামে গিয়ে দরিদ্র দীনমজুর নিত্যনন্দ বর্মনের দুই যমজ মেয়ে স্নেহলতা ও প্রীতিলতা বর্মনের হাতে পুষ্পস্তবক, মিষ্টির প্যাকেট,এবং নগদ অর্থ তুলে দেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার মেহেদি হাসান শেখ।

এদিন যমজ দুই ছাত্রীর হাতে পড়াশোনার জন্য সাহায্য করে মেহেদি হাসান বলেন, দরিদ্র যমজ দুই ছাত্রীর অসাধারণ সাফল্যের কথা *আলিপুর বার্তা* পত্রিকায় সংবাদ পড়ে নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে তাদের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছিয়ে সামান্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পেরে আনন্দ পেয়েছি এবং আগামী দিনেও সামান্য হলে ও যমজ দুই ছাত্রীর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আমাদের সংস্থা।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে যমজ দুই ছাত্রী মনোবল ফিরে পেয়েছে।

নিত্যানন্দ বাবু সেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন আমার দুই মেয়ের সাফল্য কামনা করে যে ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পানিখালি মালঞ্চ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এদিন অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবনের বিশিষ্ট কবি ও সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার, হাসানুরজ্জামান মোল্লা।

উল্লেখ এই পানিখালি মালঞ্চ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এমন সমাজসেবা মূলক কাজ করে আসছে এবং আগামী দিনেও আরো এমন সমাজসেবা মূলক কাজ করতে চায় বলে জানা গেছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাতা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুঃস্থদের ভাতা প্রদান করলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। শুক্রবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ ব্লকের মাতলা –১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ৩৩ জন দুঃস্থ পরিবারকে ভাতা প্রদান করা হয়।

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সমস্ত দুঃস্থ পরিবার গুলি আছে তাদের মধ্যে বহু পরিবার আছেন যাঁরা এযাবৎ বার্ধক্য ভাতা পাননি এবং অসহায় হয়ে খুবই দারিদ্রতার সাথে দীনযাপন করছেন। ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হরেন ঘোড়ুই এমন অভিনব উদ্যোগ নিয়ে দুঃস্থ পরিবার গুলিকে পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে বার্ধক্য ভাতা প্রদান করে তাঁদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।প্রতি মাসে ৪০০ টাকা করে দুঃস্থ পরিবার গুলি এই ভাতা পাবেন।এদিন প্রথম পর্যায়ে ৩৩ জন দুঃস্থ পরিবারের হাতে বার্ধক্য ভাতা তুলে দেওয়া হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতলা –১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হরেন ঘোড়ুই, উত্তম দাস প্রমূখ।

উল্লেখ্য, সারা রাজ্যে একমাত্র ক্যানিংয়ের মাতলা ১গ্রাম পঞ্চায়েত এমন অভিনব ভাতা প্রদানের কাজ শুরু করে অনন্য নজির সৃষ্টি করলো। যা হয়তো আগামী দিনে রাজ্যের অন্যান্য গ্রামপঞ্চায়েত গুলি এমন ভাবে দরিদ্র দুঃস্থ পরিবারের পাশে সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াবে।

মাতলা ১গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই বলেন আগামী দিনে দুঃস্থদের ভাতা প্রদানের সংখ্যাটা ৩৩ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হবে।

দীর্ঘ সময় বন্ধ রেলগেট, দুর্ভোগে যাত্রীরা

মলয় সুর, হুগলি : কলকাতা থেকে জিটি রোড ধরে প্রধান সড়ক পথে বৈদ্যবাটিতে রেলগেট দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ থাকায় রোজ হাজার হাজার মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত সবসময়ই হাওড়া–বর্ধমান মেন লাইনে এই রেল লাইনে প্রচুর যাত্রীবাহী লোকাল ট্রেন ও দূরপাল্লার গাড়ি বেড়ে যাওয়ায় ব্যস্ততম রোডের ওপর থাকা রেলগেটটি

আটকে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। যানজট রেলগেট থেকে দুই দিকে প্রায় দু কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এতে আটকে পড়ে জরুরি পরিষেবা, অ্যাম্বুলেন্স। গেট খোলার পর আগে যাওয়া নিয়ে ও হাতাহাতি, মারামারি পর্যন্ত ঘটে। তাই এই এলাকার মানুষ ও পথচলতি ভুক্তভোগী মানুষজন বৈদ্যবাটি রেলগেটে উড়ালপুর নির্মাণের দাবি তুলছেন। প্রসঙ্গত, কলকাতা থেকে ব্যান্ডেল বা বর্ধমান যাওয়ার জিটি ধরে এটাই মূল সড়কপথ। মোঘল আমলে শেরশাহের তৈরি রাস্তা। রেললাইন দিয়ে রোজ শতাধিক ইএমইউ লোকাল ট্রেন, এক্সপ্রেস, দূরপাল্লা ও মালগাড়ি যাতায়াত করে। এর ফলে রেলগেট আটকে রাখার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সড়ক পথটি। মানুষের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বারোমাস ভোগান্তির যন্ত্রণাও বেড়ে চলেছে। আটকে পড়ে বাসের যাত্রীরা স্কুল ছাত্রছাত্রীরা, অফিস যাত্রীরা। এটা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই স্থানীয় মানুষের দাবি রেল দফতরের তরফে অবিলম্বে উড়ালপুল নির্মাণ। দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক ফ্লাইওভার নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু হাওড়া ডিভিশনের রেল কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই।

পুলিশ তোলাবাজ,থানা ঘেরাও যুব তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেক আগেই বিজেপি পুলিশের নামে পক্ষপাতিত্ব এবং তোলাবাজীর করার কথা অভিযোগ তুলেছিলেন।এবার সেই পুলিশের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষজনদের কে ভয় দেখিয়ে জোর পূর্বক তোলা আদায় এবং মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ ও থানা ঘেরাও করলো খোদ রাজ্যের শাসক দলের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠন।ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার সামনে। নানান ধরনের তোলাবাজী এবং মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর জন্য ক্যানিং ১ ব্লকের যুবতৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পরেশ রাম দাসের নেতৃত্ব কয়েক হাজার যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা ক্যানিং থানার আইসি মানস চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম,ভয় দেখিয়ে তোলাবাজী,মিথ্যা মালায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে স্লোগান দিয়ে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পাশাপাশি ক্যানিং বারুইপুর রোড অবরোধ করেন। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা অবরোধ বিক্ষোভ চলায় অচল অবস্থা হয়ে পড়ে ক্যানিং বারুইপুর রোড। উল্লেখ্য, ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতের ইন্দ্রজিত সরদার নামে এক যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী কে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন খোদ ক্যানিং থানার আইসি মানস চৌধুরীর বিরুদ্ধে। এদিন ক্যানিং থানার সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চললেও ক্যানিং থানার পুলিশের কোনও সক্রিয় ভূমিকা দেখা না পাওয়া "তাহলে কি পুলিশ অপরাধী ?"

বিভিন্ন মহলে এমন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। ঘটনার খবর পেয়েই বারুইপুর জেলাপুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু ক্যানিং থানায় হাজির হয়ে বিক্ষোভরত যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ওঠে। ক্যানিং ১ ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন "ক্যানিং থানার আইসি আইনের জায়গায় বসে বেআইনি কাজ করে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে।এরই প্রতিবাদে আমাদের বিক্ষোভ,পথ অবরোধ এবং ক্যানিং থানা ঘেরাও কর্মসূচি অভিযান হয়েছে"।

'নতুন শক্তি আসছে শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল যুব সমাজের হাত ধরে'হারিয়ে যাবে মানি না

গত লোকসভা নির্বাচনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চিত্র পাল্টে গিয়েছে। দীর্ঘদিন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা বামেরা পরিণত হয়েছে শূন্যে। অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে কংগ্রেসও। অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রধান বিরোধী শক্তি হয়ে উঠে এসেছে বিজেপি। জনপ্রিয়তার নিরিখে জোর ধাক্কা খেয়েছে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের এই নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে কি ভাবছেন কাটোয়ার তিনবারের প্রাক্তন বিধায়ক, প্রবীণ বামপন্থী নেতা তথা সমাজসেবী ৯৮ বছর বয়সেও মনোবল আর স্মৃতিশক্তিতে বলীয়ান ডাক্তারবাবু হরমোহন সিংহ তা জানতে তাঁর প্রতিষ্ঠান খাজুয়াডিহির আনন্দ নিকেতনে হাজির হয়েছিলেন আমাদের প্রতিনিধি দেবাশিস রায়।

মুখোমুখি

পত্রিকা: এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদীর প্রতি বিপুল জনসমর্থনের কারণটা কী বলে আপনি মনে করেন?

ডাঃ সিনহা: বিজেপির বিরোধিতায় মমতা, রাহুলরা ছিল ঠিকই কিন্তু, সারা ভারতবর্ষে যৌথ বিরোধিতা ছিল না। বিরোধীরা ছিল ছন্নছাড়া ছিল। কিছু জায়গায় জোট হলেও মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় বিজেপির এই সাফল্য।

পত্রিকা: এবারের নির্বাচনে এ রাজ্যে বামফ্রন্টের এমন বেহাল অবস্থা কেন? এই পরিস্থিতির আর পরিবর্তন ঘটবে কি?

ডাঃ সিনহা: এ রাজ্যে বামপন্থীরা এবারে সুবিধাবাদী মনোভাব নিয়ে চলায় তাদের ভোট সরাসরি বিজেপিতে গিয়েছে। বামপন্থীরা তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসন ও আগ্রাসনের প্রতিরোধেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিজেপির লাভ হয়েছে। এই সুবিধাবাদী মনোভাবের জন্য বামফ্রন্টকে ভবিষ্যতে আরও ভুগতে হবে। এবারে বামফ্রন্টের যে ক্ষয় হল তা পূরণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

পত্রিকা: কিন্তু, বামফ্রন্ট তো এমনটা ছিল না। এখন কেন এমনতর?

ডাঃ সিনহা: একটা সময় বামপন্থী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা, সমাজের জন্য দায়বদ্ধতার চিন্তাধারা ছিল। এখন কোনও দলেই সেসব নেই। পাশাপাশি নীতিভ্রষ্ট হয়ে ব্যক্তিগত সুবিধাভোগের জন্য প্রতিনিয়ত দলবদল চলছে। বামপন্থীরাও এর বাইরে নয়। তাই মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে।

পত্রিকা: নরেন্দ্র মোদী রাজনীতিকে যেভাবে পরিচালনা করছেন সেটা কি সঠিক পথ?

ডাঃ সিনহা: পুলওয়ামার ঘটনায় জওয়ানরা শহিদ হলেও তা নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। বালাকোটে পাক জঙ্গী শিবিরে ভারতীয় সেনার সার্জিক্যাল স্ট্রাইকও রাজনীতিতে আনাটা ঠিক হয়নি। দেশের অর্থ লুঠ করে যারা পালিয়ে গেল তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে বোঝাতে হবে তিনি দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে লড়ছেন।

পত্রিকা: তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা কেমন বলে মনে হয়?

ডাঃ সিনহা: মমতার রাজনৈতিক উত্থান দ্রুত হয়েছে এবং পতনও দ্রুত শুরু হয়েছে। তাঁর রাজত্বে নানাবিধ সরকারি প্রকল্পের নামে লুটেপুটে খাওয়া চলছে। মমতা কাউকে টলারেট করতে পারেন না। তাঁর বাকসংযমের অভাবে তাঁকে ভুগতে হচ্ছে। প্রথমবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পর মমতাকে একটা চিঠি দিয়ে তাঁর নানান কাজকর্মের সমালোচনা করেছিলাম। তবে মানুষ ঠেকে শেখে। তিনি পাল্টালে লাভ হবে রাজ্যের।

পত্রিকা: কংগ্রেস তো এখন সর্বত্রই ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। আর কোনওদিনও দেশের শাসন ক্ষমতায় কংগ্রেসের ফিরে আসার সম্ভব কি?

ডাঃ সিনহা: এখন ক্ষয়িষ্ণু শক্তি হতে পারে। তবে কংগ্রেস হারিয়ে যাবে আমি মানি না। কংগ্রেসকে ভরসা করতেই হবে। তাই অদূর ভবিষ্যতে দেশের শাসন ক্ষমতায় কংগ্রেসের ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

পত্রিকা: রাহুল গান্ধী, প্রিয়াংকা গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

ডাঃ সিনহা: কংগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাহুল গান্ধীর মধ্যে বেশ খানিকটা সম্ভাবনা রয়েছে। আর প্রিয়াংকা গান্ধী তো শখে নেতৃত্ব দিতে এসেছেন। তবে, কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করার জন্য প্রবীণ নবীন সকলেরই সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা প্রয়োজন।

পত্রিকা: বিজেপির বিপুল উত্থানে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের শাসন ক্ষমতা কি তৃণমূল কংগ্রেস ধরে রাখতে পারবে?

ডাঃ সিনহা: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বে বেকার সমস্যা সমাধানের কোনও প্রচেষ্টা নেই। কোনও শিল্প গড়ে উঠছে না। অর্থনৈতিক অবস্থা ভয়ংকরভাবে বিপর্যস্ত। অথচ সরকার মেতে আছে মেলা, খেলা, উৎসব, সাইকেল বিলি, ক্লাবে ক্লাবে মোটা টাকা অনুদান এসব নিয়ে। সিভিক ভলান্টিয়ার ও ১০০ দিনের শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে দলীয় ক্যাডার পোষা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা নেত্রীরা সপরিবারে করে খাচ্ছেন। পুলিশ তোলাবাজিতে সক্রিয়। চারিদিকে একটা অস্থির পরিস্থিতি। আর এসবের প্রতিবাদে সরব বিরোধীরা। তবে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসকে একটা জোর ধাক্কা দেবে বলে আমার মনে হচ্ছে।

পত্রিকা: দেশের ভবিষ্যৎ কেমন বলে মনে করছেন?

ডাঃ সিনহা: নরেন্দ্র মোদীর জমানায় সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে যেভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ শুরু হয়েছে এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত। ফলে ধুঁকতে থাকা বিভিন্ন সংস্থায় অসংখ্য কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে। বেকার সমস্যা ভয়াবহ। কর্মসংস্থান না থাকায় যুব সম্প্রদায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই মুহূর্তে দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রচুর কর্মসংস্থান জরুরি।

পত্রিকা: সংকীর্ণ রাজনীতির কারণে এই সংকটজনক পরিস্থিতি কি চলতেই থাকবে? যদি তা না হয় তাহল মুক্তির উপায় কী বলে মনে করেন?

ডাঃ সিনহা: আমি অত্যন্ত আশাবাদী। দেশের এমনতর পরিস্থিতি চলতে পারে না। তবে, এজন্য দেশকে সঠিকপথে পরিচালনা করতে হবে। আর সেটা করতেই একটা নতুন শক্তি আসছে শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল যুবসমাজের হাত ধরে। মোদী, মমতা, রাহুলদের বাইরে থাকা সেই যুবসমাজটা আঁকুপাঁকু করছে। তারা ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছে। তাদের লক্ষ্য হল মানুষের জন্য সেবাকাজ করার মাধ্যমে দেশের বর্তমান রাজনীতির বদ্ধমূল ধারণাটাই আমূল বদলে দেওয়া।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ৮ জুন – ১৪ জুন, ২০১৯

স্লোগান ছেলেমানুষী বন্ধ হোক

সম্প্রতি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের মধ্যে এক অবাঞ্ছিত স্লোগান বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রতিটি স্লোগানের মর্মার্থ গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কারণে স্লোগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিছু বিজেপি সমর্থকের 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে বারংবার অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে, জয় শ্রীরামের পাল্টা হিসাবে 'জয় হিন্দ' বা 'জয় বাংলা' দিয়ে পাল্টা প্রতিরোধের চেষ্টা চলছে। শ্রীরাম চন্দ্র অবশ্যই ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী মহানায়ক। রাজ ধর্ম পালনের আদর্শ হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আজও পূজনীয় তিনি। তাঁর জন্মদিন পালন নিয়ে এ রাজ্যে অহেতুক বাধা নিষেধ চালু হয়েছিল। সারা ভারতেই শ্রীরাম জন্মভূমি আন্দোলন আরও প্রাসঙ্গিক। শ্রীরামচন্দ্র রাজনৈতিক আবর্তে এসে পড়েছেন রাজনীতির কারণে। এদেশে জয় শ্রীরাম ধ্বনি নিষিদ্ধ নয়। একসময় বন্দেমাতরম ধ্বনি ব্রিটিশ সরকারের ত্রাস ছিল। ভারত মুক্তি সাধনায় বন্দেমাতরম স্লোগান কণ্ঠে নিয়েই বহু তরুণ ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিয়েছিল। তবু বন্দেমাতরম বিতর্ক থামেনি। রেড রোডের ঈদ উৎসবের মঞ্চ থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী 'জয় হিন্দ, জয় বাংলা, জয় ভারত' ধ্বনি তুললেও 'বন্দেমাতরম' শোনা যায় নি। কোনও কোনও সেলিব্রিটির মধ্যেও যেমন শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শাহ–এর মতো মানুষেরা বন্দেমাতরম উচ্চারণ করেন না। অথচ এটি ভারত মাতার পূজারই একটি মন্ত্র। সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে এই সমস্ত নেতা নেত্রীদের ওঠা জরুরি। 'জয় হিন্দ' ও 'জয় বাংলা' স্লোগান দুটি দুটি দেশের আত্মার মিলিত ঝংকার। 'জয় হিন্দ'–এর আহ্বানে হাজার হাজার আজাদি সেনার বুকের তাজা রক্তে ইম্ফল কোহিমার পার্বত্যভূমি ভিজে গিয়েছিল। নজরুল ইসলামের স্বপ্নের 'জয় বাংলা' পরবর্তী কালে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে তীব্র আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিল। বঙ্গবন্ধু মুজিবের কণ্ঠে যে 'জয় বাংলা'র ধ্বনি উঠেছিল তা মেঘনা–পদ্মার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিল গোটা বঙ্গভূমিকে।

আজকের রাজনৈতিক আসন দখলের লড়াইয়ে অবাঞ্ছিতভাবে ওই সমস্ত পবিত্র ধ্বনিগুলিকে 'ছোট' করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে শ'য়ে শ'য়ে 'জয় শ্রীরাম' লেখা চিঠি পৌঁছে যাচ্ছে কালীঘাট পোস্ট অফিস মারফত। অন্যদিকে বিজেপি নেতা নেত্রীদের মোবাইলে 'জয় হিন্দ', 'জয় বাংলা' বার্তা উপচে পড়ছে। ওই সমস্ত রাজনৈতিক বালখিল্যপনা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। সমাজে নতুন প্রজন্মের কাছে খুব দ্রুত 'স্লোগান কেন্দ্রিক' ভুল বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে।

প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব যে স্লোগান আছে তাকে পুষ্ট করলে দলীয় পুষ্টি বাড়বে। অকারণে ইতিহাসের, দেশপ্রেমের মন্ত্রসম ধ্বনিগুলিতে ভোটের হাটে বিকি কিনি না করাই শ্রেয়। আর রাজনীতিকরা যত শীঘ্র এই সত্যটি অনুধাবন করবেন ততই সমাজ ও দেশের মঙ্গল।

সদন উন্নয়নের সাথে সাথে জনগণের মুখ্যমন্ত্রী এটা প্রমাণ করার দায় থাকে গণতন্ত্রে

উজ্জ্বল গোঁসাই

২০১৯–এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির অপ্রত্যাশিত উত্থান এবং 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির ব্যপকতায় বাংলা তথা বাঙালি আলোড়িত। অন্যদিকে রাজনীতিতে উথাল–পাথাল অবস্থা। দল বদলের জেরে, শাসকদলও ভীত সন্ত্রস্ত। শহরতলী এবং গ্রাম বাংলায় একে অপরের পার্টি অফিস দখল এবং তা পূর্ণ দখলের ধাক্কায় ঘর পুড়ছে, ঘর ভাঙছে। বোমা গুলির আঘাতে কারও মাথা কাটছে– কেউ গুলিবিদ্ধ হচ্ছে। রাজনীতির এই হিংসায় মানুষের মৃত্যুও হচ্ছে রাজ্যে। প্রচারের আলোয় কতক আসছে, কতক আসছে না। কোন দল কাকে মারছে? কে কার অফিস দখল করছে? কোন দলের বিজয় মিছিলে কোন দল বোমা ছুঁড়ছে হামলা করছে, তার পরিষ্কার চিত্র কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগে প্রকৃত তথ্য চাপা পড়ে যাচ্ছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ এমনকি খোদ কলকাতার উপকণ্ঠে ভোট পরবর্তী হিংসা দ্রুত ছড়িয়ে ছিল। একদল হিংসার অভিযোগে রেললাইনে বসে রেল অবরোধ করছে। ৩৮ ডিগ্রি গরমে কুড়িটা ট্রেনের যাত্রীরা ৩ থেকে ৪ ঘন্টা আটকে রইল। একদিন নয় কয়েক দিন দরে সাধারণ মানুষ যাদের উক্ত ঘটনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই সেই রকম মানুষদের অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হল। রাজ্য প্রশাসন যেন ঠুঁটো জগন্নাথ। রাজনৈতিক দল কিন্তু প্রশাসন চালাতে পারে না। তারা দল চালায়। দলের স্বার্থে অর্থাৎ ক্ষমতা লাভ বা ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তারা পারে না এ হেন কাজ নেই। রাজ্যবাসীর দুর্ভাগ্য যে তৃণমূল নেত্রী সকলের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উঠতে পারল না। নির্বাচনে খারাপ ফল কেন হল তার পর্যালোচনায় সারমর্ম তিনি নিজে মুখে ব্যক্ত করে বলেছেন যে, 'যে গরু বেশি দুধ দেয় তার লাথি খাবো।' অর্থাৎ সংখ্যালঘু তোষণ করবই। এর আগেও তিনি বলেছিলেন ৩০%দের তো ফেলে দিতে পারি না। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে এই কথা শোনার পর সংখ্যাগুরুরা কী ভাবতে পারে যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী?

যে গরু এতো দিন ধরে লাথি না মেরে শুধুই দুধ দিয়ে এলো, তারা আজ কেন দুধ না দিয়ে শুধুই লাথি মারল– এটার পর্যালোচনা করা উচিত ছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন কোনও কথা বলেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। সারা প্রশাসন সেই কথায় প্রভাবিত হয়ে কাজ করে। আর মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী দলের প্রধান হলেও আলাদা করে দলের কথা বলতে পারে না। কারণ তিনি সর্বক্ষণের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী। দল নেতা বা দলনেত্রীর আলাদা অস্তিত্ব তখন বিলীন হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর পার্সোনাল লাইফ বলে কিছু থাকে না। তাই দলীয় কর্মীদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন– সেটাই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বলে ধরে নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের সভায় বার বার বিরোধী মুক্ত পঞ্চায়েতের কথা বলেছিলেন। তার ফল কী হয়েছিল তা ভুক্তভোগী এলাকার মানুষ জনরা জেনেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনটা যাতে করতে না হয়, বিরোধীরা যাতে মনোনয়ন জমা দিতে না পারে, তার জন্য শুধু দলীয় কর্মী নয়, প্রশাসনও কোমর বেঁধে নেমেছিল। ফলে দলনেত্রীর মুখের কথাটাই সরকারি নির্দেশ হয়ে যায়।এবং প্রশাসনও সেই ভাবে কাজ করে।

এই প্রেক্ষিতে যদি আমরা প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজ মুখে বলছেন, 'সব সাথ সবকা বিকাশ' (বিকাশ কতটা হয়েছে সেটা অন্য বিষয়)। আর বিরোধ দলেরা প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলকে বলছে সাম্প্রদায়িক। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে সভায় বলছেন যে 'বেশ করব তোষণ করব' তাহলে দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কার উপর বেশি ভরসা করবে? মুক্ত মনে চিন্তা করলে যে কেউ এর সহজ উত্তরটা খুঁজে পাবে। এই নির্বাচনে সংখ্যাগুরুরা তাই যার কাছে নিশ্চিন্ত বোধ করেছে তাকে ভোট দিয়েছে। মমতা ব্যানার্জী সকলের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উঠতে পারবে না।

এই যে তিনি দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিলেন এক দিনের মধ্যে সমস্ত দখল হওয়া তৃণমূল অফিস পুনরায় দখল করতে হবে। ফলে দিকে দিকে ভৈরব বাহিনীদের লড়াই বেঁধে গেল। কোথাও তৃণমূল মার খাচ্ছে কোথাও বিজেপি মার খাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া যে যারা অন্যদলের পার্টি অফিস দখল করেছে খতিয়ে দেখে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। এবং আইনি পথেই তা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কী কোনও আইনি সংস্থান নেই রাজ্যের আইনে বা সংবিধান? কিংবা লোকাল থানার পুলিশের কী কিছুই করনীয় নেই? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আইনের বাইরে কোনও নির্দেশ দিতে পারেন কী?

অর্জুন সিং–এর অত্যাচারে ঘর ছাড়া তৃণমূল কর্মীরা। তাদের ঘরে ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রী ছুটে গেলেন। প্রশাসন কি ঘুমিয়েছিল? সবই যদি মুখ্যমন্ত্রী করবেন তাহলে পুলিশ প্রশাসনকে রাখা কেন? এক দলের অত্যাচারে অন্য দলের কর্মীরা ঘর ছাড়া– এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম নয়। অতীতের কথা বাদ দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে ওই উত্তর ২৪ পরগনায় আমডাঙার একটি দলের কর্মীরা আজও ঘর ছাড়া তাদের ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রী কি প্রচেষ্টা করেছেন? সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। এখানে নিজের দলের লোক বলে ছুটে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখানেও সব জনগণের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারলেন না। দলের মুখ্যমন্ত্রীত্বেই আটকে রইলেন।

যে রাজ্যের খোদ পুলিশ কমিশনারকে রক্ষা করতে মুখ্যমন্ত্রীকে ধরণায় বসতে হয়। সেই রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের কাছে জনগণ একটা নিরপেক্ষ বিচার পেতে পারে? যারা আইনের প্রয়োগ কর্তা তাদের কি কোনও আইনি রক্ষাকবচ নেই? মুখ্যমন্ত্রীকে ছুটে যেতে হবে কেন? মুখ্যমন্ত্রীকে সুরক্ষা দেবে পুলিশ কমিশনার। এখানে উলটো ঘটনা ঘটল। এই ঘটনায় সারদায় প্রতারিত লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ভাবল যে মুখ্যমন্ত্রী রাজীব কুমারের, আমাদের নয়।

এবারে আসা যাক উন্নয়নের প্রশ্নে। ধরা যাক একদল লোক প্রার্থী হিসাবে এসেছে এক বড়লোক দাতার কাছে। বাবুটি একথলি টাকা দিয়ে তার নায়েবকে পাঠাল ওদের মধ্যে বিলি করতে। নায়েব খুব সৎ সে একটাও পকেটে না পুরে সব টাকাই তাদের মধ্যে বিলি করে দিল। এখন প্রার্থীদের কাছে গিয়ে যদি সেই নায়েব বলে যে আমি তোদের সাহায্যে করেছি– তারা কি তা জানবে?

তারা বলবে তুমি মালিকের অর্থ বিলি নায়েব। দেশের অর্থ তুমি বিলি করেছ মাত্র। অর্থ তোমার নিজের নয়। তাই আমি দিয়েছি বলে আনুগত্যও দাবি করতে পারো না। লক্ষ কোটি টাকা রাজ্যের নামে ঋণ করে তা খেলা–মেলা–দান খয়রাতি করে উন্নয়নের নামে অপচয় হয়েছে। এই সত্যটা বাচ্চা ছেলেও আজ জেনে গেছে। ফলে শুধু উন্নয়নের বড়াই করে নির্বাচনে জেতা যায় না। উন্নয়নের অর্থ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। সকলের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উঠতে হবে। প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ বিচার পাবে সব দল সব জনগণ। তাহলেই জনগণ মাথায় করে রাখবে। পাশের রাজ্য নবীন পট্টনায়েক তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

পাঁচবার জয়ী হলেন জনগণের ভোটে এবং সেই ইভিএম–এর মাধ্যমেই। এই যে একদিকে খোলাখুলি সংখ্যালঘু তোষণ এবং অপর দিকে প্রশাসনকে দলীয় করণের রাজনীতি এটা কোনও গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ মন থেকে মানতে পারে না। উন্নয়নের উদগীরণে এই অপকর্মকে এবারে ঢাকা দেওয়া যায়নি।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্মযোগের আদর্শ

আমরা এখন দেখিলাম, কর্ম কি। কর্ম প্রকৃতির ভিত্তির অংশবিশেষ কর্মপ্রবাহ সর্বদাই বহিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহারা ইহা আরও ভালরূপে বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহারা জানেন ঈশ্বর এমন একজন অক্ষম পুরুষ নন যে, তিনি আমাদের সাহায্য চাহিবেন। যদিও এই জগৎ চিরকাল চলিতে থকিবে, আমাদের লক্ষ্য মুক্তি, আমাদের লক্ষ্য স্বার্থশূন্যতা। কর্মযোগ অনুসারে কর্মের দ্বারাই আমাদিগকে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে। এইজন্যই আমাদের কর্মরহস্য জানা প্রয়োজন। জগৎকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিবার যাবতীয় ধারণা গোঁড়াদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে ভালই হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জানা উচিত

যে, গোঁড়ামি দ্বারা ভালও যেমন হয়, মন্দও তেমনি হয়। কর্মযোগী জিজ্ঞাসা করেন, কর্ম করিবার জন্য মুক্তির সহজাত অনুরাগ ব্যতীত উদ্দেশ্যমূলক কোন প্রেরণার প্রয়োজন কি? সাধারণ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির গণ্ডি অতিক্রম কর। কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়–'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' কর্মযোগী বলেন, মানুষ এ তত্ত্ব অবগত হইয়া অভ্যাস করিতে পারে। যখন লোকের উপকার করিবার ইচ্ছা তাহার মজ্জাগত হইয়া যাইবে, তখন আর তাহার বাহিরের কোনও প্রেরণার প্রয়োজন থাকিবে না। লোকের উপকার কেন করিবে? ভাল লাগে বলিয়া। আর কোন প্রশ্ন করিও না। ভাল কাজ কর, কারণ ভাল কাজ করা ভাল। কর্মযোগী বলেন, স্বর্গে যাইবে বলিয়া যে ভাল কাজ করে, সেও নিজেকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। এতটুকু স্বার্থযুক্ত অভিসন্ধি লইয়া যে কর্ম করা যায়, তাহা মুক্তির পরিবর্তে আমাদের পায়ে আর একটি শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়। যদি আমরা মনে করি, এই কর্ম দ্বারা আমরা স্বর্গে যাইব। তাহা হইলে আমরা স্বর্গ নামক একটি স্থানে আসক্ত হইব। আমাদিগকে স্বর্গে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে হইবে, উহা আমাদের পক্ষে আর একটি বন্ধনস্বরূপ হইবে।

ফেসবুক বার্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ব্যবহৃত পাদুকা,এটি বেলুড় মঠে সংরক্ষিত

'খাদ্য–ভাষা–ধর্ম জন্মগত নয়'– সবই লালনগত

প্রহ্লাদ দাস

বর্তমান বিশ্বে মতবাদ ও সংঘাত অন্তহীন। বিশ্বে বহু অহিংস মতবাদ প্রচলিত হলেও প্রতিবাদী মানসিকতায় ঘটে চলেছে অহরহ সংঘর্ষ। মহাত্মা মহম্মদ জীবনে উনিশটি যুদ্ধ করেছিলেন অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রকে নিরস্ত্র করতে কিন্তু উনিশ ফোঁটা রক্তও ঝরতে দেননি। ছোট ছোট জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে এক বৃহৎ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। হত দরিদ্র সন্তান হয়ে বৃহৎ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে নারীর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জীবনের চারটি বিবাহ করে থাকলেও মাত্র এক পুত্র ও

৩য় পর্ব

এক কন্যা সন্তানের পিতা হয়ে আধুনিক জনবিস্ফোরণ জনিত বিশ্বকে লজ্জান্বিত করে রেখেছেন। তাঁর আগে তালাক প্রথা না থাকায় খাদিজাকে নিয়ে তালাকপ্রাপ্তা নয় বিতর্ক শুধু কুৎসা রটানোর উদ্দেশ্য মাত্র। উষ্ণাঞ্চলে ফাইমোসিস (মুদারোগ) প্রবণতা প্রায়ই থাকায় তাঁর জামাতা হজরত আলী সুন্নত প্রথা প্রচলন করেন। কাফের বলতে সংস্কৃতি–সামাজিকতা হীন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের বোঝাতো ভিন্ন ধর্মীদের নয়। বিনা সংসারী সমাজকর্মীকে মহৎ বলে মানা হয় তবে এযুগে তা বেমানান সমাজের কলঙ্ক। এ প্রথাকে মহম্মদ হজরত কখনোই সমর্থন করেন নি। এতে সমাজে বিকৃতি ঘটে। স্বর্গ বলতে ভালোর অনির্দিষ্ট অফুরন্ত উপমা। তেমনি নরক বলতে খারাপের অফুরন্ত উপমা। হিন্দু, ইহুদি, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীস্ট, ইসলাম, বৈষ্ণব সব ধর্মেই ঈশ্বরকে উপাসনা করা ও বিজ্ঞান প্রশ্নের উত্তরের ভান্ডার বলে বিশ্বাস প্রচলিত হয়েছে। স্বর্গীয় ও অনন্ত জীবন প্রত্যেক মনের সুপ্ত বাসন। তবে এরদ্বারা মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে বাঁচার আস্বস্ততা পেয়ে থাকে।

অহিংসবাদী হয়েও অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের ব্যবহার হয়েছিল। যেমন অজাতশত্রু জৈনধর্ম, সম্রাট অশোক প্রথমে হিংসা পরে বৌদ্ধ ধর্ম, সার্লাসেন্ট ইউরোপে খ্রীস্ট ধর্ম, মহম্মদ আলী ইসলাম ধর্ম প্রচারে ভূমিকা নিয়েছিলেন।

খ্রীষ্টধর্মী হিটলার বহু ইহুদি বিনাশ করেন, মায়ের চিকিৎসায় ইহুদি ডাক্তারের ভূমিকার মিথ্যা ধারণা থেকে। তিনি বিজ্ঞান লোভী মনোভাবাপন্নও ছিলেন। বিশ্বসৃষ্টির মূল কণিকা 'নিউট্রিনো'র আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিক নিউট্রিনোকে পেতে মিত্র রাষ্ট্র পোল্যান্ড পরে রাশিয়া আক্রমণ করেন। ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক বলে চির বিদিত হয়েছেন। নেতাজিকে অপরাধী বলে বর্ণিত করলেও তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি নিজ দেশকে পরাধীন মুক্ত করার জন্য লড়ে ছিলেন, পররাষ্ট্র দখল করার জন্য নয়। তাঁর আজাদ হিন্দ পদাতিক বাহিনী নাগাল্যান্ডের শেষ পার্বত্য সীমা চুমুকডিমার কাছে এসে ব্রিটিশ বাহিনীর বাধার সম্মুখীন হয়, অথচ বিমান বাহিনী

> বর্তমানে 'জিন' থেরাপি দ্বারা যেমন দীর্ঘ জীবনের বিশ্বাস বাড়ছে

গৌহাটি পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিল। যদি ৩৯ নং জাতীয় সড়ক ছাড়া পাহাড়ী রাস্তায় শিলচর সমতলে পদাতিক বাহিনী পৌঁছতে পারতো তাহলে আকাশ পথে অস্ত্র সাহায্যে আর পদাতিক বাহিনীর সংস্পর্শে দেশীয় যুবকরা দু–এক সপ্তাহের মধ্যেই দিল্লি দখল করতে পারতো নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই আসানসোলের পানাগড় ঘাটি থেকে 'লিটল জায়েন্ট' অ্যাটম বোমা পাঠিয়ে নেতাজির সাহায্যকারী জাপানকে বিধ্বংস করে।

কারণ ইঙ্গ–আমেরিকার শক্তি জানতে পেরেছিল নেতাজির অখন্ড U.S.I (United States of India) তৈরি হলে বিশাল ভূখন্ডের পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার খনিজ শক্তি, শ্রম শক্তি ও বিজ্ঞান শক্তি কয়েক দশকেই আমেরিকা–ইউরোপ অর্থনীতিকে পরাস্ত করবে। নেতাজিও জানতেন ভারতের অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটলে নব ভারতের সাম্প্রদায়িকতাকে বিলুপ্ত করা অতি সহজ হবে। নেতাজি জানতেন ইউরোপীয়রা অনুন্নত দেশের উপনিবেশ করে সম্পদ হরণ করে শক্তিশালী হয় আর জাপানীরা নিজ জনগণকে উন্নত করে বৃহৎ রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে পরাস্ত করে। উল্লেখ্য ব্রিটিশরা ভারতের আধুনিক সভ্যতার শিক্ষক। শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মসচেতনতা। নেতাজিকে সেই শর্তে যুদ্ধ অপরাধী থেকে মুক্তি দিয়ে বর্তমান ভারতের সঙ্গে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর করা বাঞ্ছনীয়।

মহাত্মা কার্ল মার্কস শ্রমজীবীর ন্যায্য মূল্যের তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন। তবে পুঁজিবাদ ও ধর্ম সমাজকে মুছে দিতে বলেননি। রাশিয়ায় রাজতন্ত্রবাদী যদি পাঁচজন তবে বিরোধীবাদী যদি দশজন ছিলেন ফলে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। আর বাকি জনতা নিরপেক্ষ থাকায় কয়েক প্রজন্ম পরে সম্বন্ধ ভেঙে পরে। সেখানে ক্ষমতানুযায়ী শ্রমদান, প্রয়োজনানুযায়ী প্রাপ্য, ব্যক্তি মালিকানাধীন নাগরিক, সকল সম্পত্তির মালিক রাষ্ট্রনীতি ছিল। ব্যক্তি মালিকানা না থাকায় ব্যক্তিস্বত্ব স্পৃহা বিলোপ হওয়ায় অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। অথচ চিনে ব্যক্তি মালিকানা রেখেও সমাজবাদ বজায় আছে। তাই অর্থনৈতিক সাম্যবাদ বিপ্লব রাজতন্ত্রে চলে গণতন্ত্রে তা বাস্তবসম্মত নয়। বর্তমান যুগে 'রোবট' আগামী দিনে কায়িক শ্রমের বিকল্প হতে চলেছে। তবে 'খাদ্য–চিকিৎসা–বাসস্থান–শিক্ষা–কর্ম' এই পাঁচটি মৌলিক অধিকারকে রেখে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ রেখে ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের রাষ্ট্র পদ্ধতি আরও বিজ্ঞান ভিত্তিক করলে নাগরিক জীবন স্বস্তিতে থাকবে। ফলে দীর্ঘজীবী নাগরিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

যুগ যুগ ধরে চলছে বিজ্ঞানে অগ্রণী ও পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর সংঘাত। বিজ্ঞান শিক্ষাই মানুষকে সংযত করে ধ্বংসবাদ থেকে বিরত রাখতে পারে। নিত্য আহার বিহার সংকীর্ণতা থেকে দিতে পারে ব্রহ্মাগুনুভাব। বর্তমানে 'জিন' থেরাপি দ্বারা যেমন দীর্ঘ জীবনের বিশ্বাস বাড়ছে তেমনি পরিত্যক্ত উন্নত কায়া মেধাবী যুক্ত মহিলার ডিএনএ দ্বারা কায়া মেধা ক্ষুন্ন জনগোষ্ঠীতে কন্যা সন্তান দিয়ে (ক্লোন প্রথায়) তাদের উন্নত জনগোষ্ঠীতে সহজেই উন্নীত করা যাবে। এতে বর্ণ ভেদ কায়া ভেদ দ্রুত সমাধান করা যাবে।

কিছুদিন পূর্বে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রয়াত স্টিফেন হকিংস বলে ছিলেন দ্রুত অন্যগ্রহে উপনিবেশ করতে হবে। কারণ পৃথিবীতে কার্বণ মনোক্সাইড দূষণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিণতি ভয়ানক। যদি বলি এই তিন সমস্যা তো উপনিবেশ গ্রহেও ঘটে থাকবে। তাহলে জল দ্বারা আহরিত জ্বালানী শক্তি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অত্যাধুনিক পদ্ধতি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতির বিলোপ এই তিন পদক্ষেপ সর্বশক্তি দিয়ে আন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অতি আবশ্যক। তবে এই গ্রহকে পরিবর্তন করে অন্য গ্রহে উপনিবেশ গড়ার আশঙ্কা থেকে নিশ্চিত থাকতে পারি।

যে শব্দতরঙ্গ শক্তি যোগায়

প্রথম পাতার পর

কোন এক রাজনৈতিক দলের রাজত্ব কালে বিরোধী নেতানেত্রীর উপর কত ভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হয়েছে। তাদের মারার জন্য শাসক দল কত চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের মারতে পারেনি। কারণ বাম মারতে চেষ্টা করলেও রাম তাদের রক্ষা করেছিল।

রাম রক্ষা করেছিল, বাম তাদের মারতে পারেনি। আর আজ রাম যদি কাউকে মারে তবে বাম কি রক্ষা করতে পারবে? এই প্রসঙ্গে একটি ছোট গল্প শোনাই সমুদ্রে সেতু বন্ধন কালে বানর সেনারা 'জয় শ্রীরাম' বলে সমুদ্রে পাথর ফেলছে আর পাথরগুলি ভাসছে ডুবছে না। এই দেখে ভগবান রামচন্দ্র নিজে একটি পাথর নিয়ে সমুদ্রে ফেললেন, কিন্তু সেই পাথরটি ডুবে গেল। এই দৃশ্য হনুমান পিছন থেকে দেখছিল। তিনি রামচন্দ্রের সামনে এলে ভগবান রামচন্দ্র হনুমানকে প্রশ্ন করলো আচ্ছা হনুমান– তোমরা আমার নামে পাথর সমুদ্রে ছুড়লে সেটা ভাসছে আর আমি ছুড়লে ডুবে যাচ্ছে কেন? তখন হনুমান প্রভু রামচন্দ্রকে বললেন, প্রভু আপনি যাকে ছুঁড়ে ফেলবেন তাকে কে রক্ষা করবে– আপনি যাকে মারবেন তাকে কে বাঁচাবে? রাম নামে শিলা ভাসে। আপনি যাকে ফেলে দেবেন তার মৃত্যু অনিবার্য। তাকে কে বাঁচাবে?

এখন প্রশ্ন হলো– রাম নাম, হরে কৃষ্ণ নাম কি যত্র তত্র যখন তখন করা উচিত সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্র কি বলছে দেখবো।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে–

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কির্তয়েৎ
নাশৌচ কীতনে তস্য স পবিত্র করো যতঃ।।

সর্বক্ষণ, সমস্ত জায়গায় ভগবানের নাম কীর্তন, স্মরণ করা যায়। তার জন্য শুচিতা লাগে না ভগবানের অপ্রাকৃত নাম অশুচিকে শুচি করে, অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্র করে।

স্কন্দপুরাণে বলা আছে–

ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধাদিকমপেক্ষতে–
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবেতন নাম কামমিতকামদম্''

শ্রীহরির নাম দেশ কাল অবস্থার বিষয়ে কোনও শুচিতা শুদ্ধতার প্রয়োজন নেই। নাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সর্ব অভিষ্টপ্রদ।

বিষ্ণুপুরাণে বলা আছে

ন দেশ নিয়মস্থ স্মিন ন কালনিয়মস্তথা
নোচ্ছিষ্টদৌ–নিষেধাহস্তি শ্রীহরেনাম্নি লুব্ধক।।

হরিনাম নাম গ্রহণে কোনও দেশ কালের নিয়ম নাই। সর্বত্র এই নাম নেওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন– 'কীর্তনীয় সদা হরি'– সর্বক্ষণ হরি নাম কীর্তন করো।

ভগবান গীতায় বলেছেন–

সততং কীর্তয়ন্ত মাং সদা আমার নাম কীর্তন করো উচ্চ স্বরে আমার নাম কীর্তন করো– 'জয় শ্রীরাম'।

সবচেয়ে বড় কথা যাকে দেখলে ভগবানের নাম স্মৃতিতে আসে তিনি তো মহান 'বৈষ্ণব', তিনি তো অবশ্যই মহান।

আমাদের দেশে অতীতে ও আজও এক প্রচলিত অভ্যাস আছে। গুরুজন বা একই সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে দেখা হলে কেউ বলে 'জয় গুরু' কেউ বলে 'হরে কৃষ্ণ' কেউ বলে 'জয় শ্রীরাম' কেউ বলে গুড মর্নিং কেউ বলে সেলাম ওয়ালেকাম– এগুলি সম্বোধন সূচক শব্দ এর কোনটাই দোষের নয়।

কিন্তু রাম নাম তো অনাদি। তাকে কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক ভারতবাসীর রক্তের সাথে রাম নাম মিশে আছে। 'হৃদপিন্ড থেকে 'রাম নাম ধ্বনিত হয়' হৃদপিন্ডে সংকোচন ও প্রসারণের জন্য যে শব্দ তৈরি হয় সেটা রাম রাম, ইংরেজ লেখকরা রাম নাম জানতো না, তাই তারা এটাকে লাব–ডাব বলেছেন। আসলে এই শব্দটি রাম রাম। হনুমান বুক চিরে দেখালেন হৃদপিন্ডের মধ্যে রাম সীতার ছবি তাই হৃদপিন্ডে শব্দ রাম–সীতার শব্দে প্রতিধ্বনি। আমরা হৃদপিন্ডে হাত দিলে রাম রাম শব্দ তরঙ্গ বুঝতে পারবো। আকাশে বাতাসে রাম নাম ভেসে বেড়ায়। তাই তো মানুষ মরে গেলে 'রাম নাম সত্য হ্যঁ' বলতে বলতে শবযাত্রীরা যায়। ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষের নামের মধ্যে রাম নাম আছে। যেমন সীতারাম, রামেন্দ্রসুন্দর, রামচন্দ্র, চিদাম্বরাম, রমন আরও কত। এটা ভারতীয় সংস্কৃতি। আমরা জানি মা কালীর ১০৮টি নাম আছে। মা দূর্গার ১০৮টি নাম আছে, শিবের ১০৮টি নাম আছে। কৃষ্ণের ১০৮টি নাম আছে।

এ সকল নামে বিভিন্নভাবে বিন্যাস করে ভারতবাসীর নাম তৈরি হয়। সেই নাম স্মরণ করলে বা জোরে উচ্চারণ করলে অপরাধ বলে গণ্য হলে সেটা হবে সবচেয়ে প্রহসন ও দুর্ভাগ্য। রাম নাম তো মানুষের আনন্দবর্ষণকারী, সুখশান্তি প্রদানকারী, ভয়নাশকারী, পাপনাশকারী, তাপনাশকারী। আর সেই নাম উচ্চারণে যদি অপরাধ হয়, যদি জেলে যেতে হয় তার থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। যে নাম সমাজে সবচেয়ে কল্যাণকারী– যে নাম মানুষের মনে অমৃত বারি প্রদান করে। রাম নাম কৃষ্ণ নাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এটাকে কোনও রাজনৈতিক দলের শ্লোগান ভাবা ঠিক হবে না। এটা কোনও রাজনৈতিক শ্লোগান নয়। মানুষ যে কোনও রাজনৈতিক ভাবধারা নিয়ে চলুক তাতে কিছু হয় না। তাই এটা কোনও রাজনৈতিক শ্লোগান ভাবা ঠিক হবে না। রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার ঠিক নয়।

মানুষ রাম নাম করে রামের নাম কীর্তন করে আনন্দ পায় শক্তি পাওয়া যায়।

বিশ্ব ইতিহাসে কত বীর যোদ্ধা জন্মেছেন হিটলার, নেপোলিয়ন, স্তালিন তাদের পরিণতি কি হয়েছে সবাই জানে। কালের নিয়মে তারা হারিয়ে গেছে কিন্তু দেখুন যারা ঐশ্বর্যশালী নয়, শক্তিশালী নয় শুধুমাত্র ভগবানের নাম করে কেমনভাবে মানুষের হৃদয় জুড়ে আছে– যেমন, চৈতন্য মহাপ্রভু, প্রভুপাদ, রামকৃষ্ণ যাদের আজ মানুষ শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে প্রণাম করে শ্রদ্ধা করে।

''হরে কৃষ্ণ''।

নিজের অর্থে বৃক্ষ উপহার দিলেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই পৃথিবীতে সবুজ কমে আসছে। পরিবেশ বাঁচাতে বৃক্ষরোপন, জল সংরক্ষণ,ভূমি সংরক্ষণ, জৈব সংরক্ষণ ইত্যাদি নানান প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও ব্যক্তিগতভাবে উপহার সামগ্রী হিসাবে গাছ দেওয়ার বিশেষ চল নেই। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মহতী উদ্দেশ্যে নিজের অর্থে ব্লক চত্বরে বৃক্ষরোপণ করলেন বজবজ ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নবকুমার দাস। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত সহকর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের উপহার হিসাবে দিলেন বোগেনভেলিয়া, নানাজাতের লেবু, সবেদা ইত্যাদি গাছের চারা। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাছের চারা উপহার পেয়ে বিশেষ ভাবে খুশি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র,

সহকারী সভাপতি সুব্রত ওরফে বুচান ব্যানার্জী। সভাপতি মহাশয়া ও সহকারী সভাপতি মহাশয় ব্লক অফিস চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন।

বিডিও নবকুমার দাস জানালেন, "বিশ্বপরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠান আমাদের প্রকৃতি ও জৈববৈচিত্র সম্পর্কে নতুন করে ভাবায়। এটা আর পাঁচটা সাধারণ দিবসের মত নয়। প্রকৃতির কাছে আমাদের ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দিন। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে অনেক ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম হল বৃক্ষরোপন এবং তার সঠিক পরিচর্যা। আজকের এই বিশেষ দিনে বজবজ ২নং ব্লকের অন্তর্গত ১১টি গ্রামপঞ্চায়েতের সবগুলোতেই বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালিত হয়। সবমিলিয়ে আজ প্রায় এক হাজার বৃক্ষ রোপন করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে আজ পবিত্র ঈদ উদযাপনের পাশাপাশি অনেক প্রধান ও জনপ্রতিনিধি বিশ্বপরিবেশ দিবসের বৃক্ষ রোপন কর্মকান্ড, আলোচনা চক্র ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, যথাযোগ্য মর্যাদায় আমাদের ব্লকে পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়েছে। বিডিও সাহেব নিজ উদ্যোগে যে বৃক্ষ উপহার হিসাবে তুলে দিয়েছেন তাও সাধুবাদ যোগ্য।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জুন সর্বত্রই নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হল। এই উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস গ্রুপের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন সকালে সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকরা প্ল্যাকার্ড সহ ব্যান্ড বাজিয়ে শতাধিক আমগাছের চারা নিয়ে একটি র‍্যালি বের করে। র‍্যালিটি শহর পরিক্রমাকালীন বিভিন্ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের হাতে স্বেচ্ছাসেবকরা গাছের চারা তুলে দেন। পথচলতি দাঁইহাটের প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান সন্তোষ দাস স্বেচ্ছাসেবকদের এধরনের কাজ দেখে প্রশংসা করেন। সংস্থার পরিচালক কৌশিক মুখোপাধ্যায় বলেন, কাটোয়া ২ নং ব্লকের বিডিও শমীক পানিগ্রাহীর সহযোগিতায় শতাধিক আমগাছের চারা পাই। সেই চারাগুলির একাংশ এদিন বিভিন্ন জায়গায় রোপন করার পাশাপাশি কিছু চারা পথচলতি মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। বিডিও শমীক পানিগ্রাহীর উৎসাহে এবং অসংখ্য খুদে পড়ুয়া সহ সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় আমরা এবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করতে পেরেছি।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'জয়শ্রীরাম' বলাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে মেলানপুরে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে তৃণমূলের বুথ অফিস পোড়ানোর অভিযোগ উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমাবাজি হয় বড়রা এবং দান্যপাড়া গ্রামে। তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে মাড়গ্রামে আক্রান্ত হয় পুলিশ। তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায় গোপালপুর এবং পাইকপাড়া গ্রামে। জখম হয় বারোজন। তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ায় বাধা এবং কনকপুর গ্রামে ১৫টি নলকূপ ভাঙার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রাউতারা গ্রামে বিজেপির বিজয় মিছিল গেরুয়া আবীরে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। সাত শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থক বিজয় মিছিলে সামিল হয়। রামপুরহাটে বিজেপির দুই নেতার মারামারিতে মাথা ফাটলো বিজেপি সভাপতি নীলকণ্ঠ বিশ্বাসের। নীলকণ্ঠ বিশ্বাস, কার্তিক মণ্ডল, সোমনাথ ঘোষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে নহোদরী গ্রামে শৌচাগার নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জখম হয় পাঁচজন। ধরমপুজোয় 'জয়শ্রীরাম' ধ্বনি দেওয়ায় ময়ূরেশ্বরের ধর্মতলাপাড়ায় তিরবিদ্ধ হল বিজেপি কর্মী সন্তোষ সেন। বর্ধমানে চিকিৎসাধীন। পুলিশ দুই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। আবীর ছোঁড়াকে কেন্দ্র করে ছোটোঘোগো গ্রামে গন্ডগোলে জখম হয় সাতজন। তার মধ্যে দুইজন বোলপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। নানগড়ে দুই তৃণমূলকর্মীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ওঠে তিন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রামপুরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তরা পলাতক। পা তৃণমূলকর্মী মুবারক শেখের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ ওঠে সিপিএমের বিরুদ্ধে। রজতপুর, তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে জখম হয় তিনজন। গোপডিহি, কানাইপুর গ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমাবাজি জখম হয় দুইজন। বাড়ি ভাঙচুরের প্রতিবাদে নিমা গ্রামে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। কুরুম্বা গ্রামে এক বিজেপি কর্মীর চাষের জমির পাম্পে ভাঙচুর এবং ধাপধরা গ্রামে এক বিজেপিকর্মীর পোল্ট্রি ফার্মে আগুন লাগানোর অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধে।

ছেলে ও মা আত্মঘাতী

কুনাল মালিক : গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত চকেৎবাটী গ্রামে একই দিনে ছেলে ও মা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় প্রকাশ চকেৎবাটী গ্রামের মিন্টু কাবড়ী (২৪) অনিমা কাবড়ী (৫০)র একমাত্র সন্তান, কিছুদিন আগে পাশের গ্রামের সুপ্রিয়া হালদার নামে এক বিবাহিতা মহিলার প্রেমে পড়ে। মায়ের অমতে ওই মহিলাকে মিন্টু বিয়ে করে। ওই মহিলার এক কন্যা সন্তানও আছে। বিয়ের পরই বাড়িতে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। বৃহস্পতিবার একটি ঘর বানানোকে কেন্দ্র করে মায়ের সঙ্গে মিন্টুর অশান্তি হয়। ঐদিনই সকাল ৯টা নাগাদ বাড়ির অদূরে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে মিন্টু। মা অনিমা দেবী ওই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে পাশেই একটি গাছে শাড়ি পেঁচিয়ে ঝুলে পড়েন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ মিন্টুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সুন্দরবন বাঁচানোই শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ঘাত প্রতিঘাতের ফলে অবক্ষয় হতে শুরু করেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ কে স্বচ্ছ সবুজ সুন্দর গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব দরবারে ১৯৭২ সালে ইউনেস্কোয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই পৃথিবীতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রাখার জন্য জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ যেনতেন প্রকারে বাঁচাতেই হবে। অবশেষে দীর্ঘ দুবছর পর ইউনেস্কো ১৯৭৪ সালে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘোষণা করেন। সেই থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার কর্মসূচি অনুয়ায়ী বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবন–জঙ্গল সুন্দরবনকে রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরি।

সুন্দরবন শুধুমাত্র বাংলা কিংবা ভারতবর্ষের আলোচ্য বিষয় নয়। সুন্দরবনের অস্তিত্ব রক্ষায় সমগ্র বিশ্বে এক অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

১৯৮৪ সালের ৪ ঠা মে জাতীয় অভয়ারণ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন।জাতীয় অভরাণ্য স্বীকৃতি পাওয়া সুন্দরবন বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে বিলীন হয়ে যেতে পারে বলে শঙ্কা। এমন শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বের তাবড় তাবড় গবেষক,বিজ্ঞানী তথা পরিবেশবিদদের। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ সুন্দরবনবাসীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। এমনই কঠিন ও বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন সুন্দরবনবাসীরা। পরিবেশ কে বাঁচিয়ে সুন্দরবন কে রক্ষা করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সুন্দরবনের সহস্র শতাব্দীর বাসিন্দাদের করুণা বেদনা নিত্য সঙ্গী সাথী। সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবীর এই বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। বিশ্ব উষ্ণায়ণের কবলে পড়ে সুন্দরবনের ১৯ টি ব্লক ধীরে ধীরে লবণাক্ত জলে নিমজ্জিত হতে চলেছে।এই ঘটনাই ভাবিয়ে তুলেছে সুন্দরবনবাসীদের। সেই সঙ্গে বিপন্ন ব–দ্বীপ অঞ্চলের প্রাণীকূলও।

আনুমানিক ১৭৭০ সালে সুন্দরবনের বিস্তৃর্ণ এলাকার জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে তোলার পাশাপাশি চাষআবাদ শুরু করেছিলেন বাদাবনের বাসিন্দারা। ইতিহাস বলছে জনবসতি গড়ে ওঠার কয়েক বছরের মধ্যে জলোচ্ছ্বাস এবং ভূমিকম্পের কবলে পড়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের ক্ষয়ক্ষতির সম্মূখীন হয়েছিল। এরপর ১৯২৮ সালে ইষ্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানী সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সংশ্লিষ্ট এলাকা কে নিজেদের বলে ঘোষণা করেন। এরপর সাধারণ বাঁধ তৈরি করে ছোট ছোট বদ্বীপ গুলিকে নিজেদের প্রয়োজনে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে শুরু করেন ইষ্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা। বাঁধগুলি তৈরি হয়েছিল স্থানীয় পদ্ধতিতে। কোনও বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কিংবা ফর্মূলায় বাঁধ তৈরি হয় নি। সেই ট্রাডিশন আবহমান কাল ধরে চলে আসছিল।এই ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে ২০০৯ সালে।

২০০৯ সালের ২৫ মে বিধ্বংসী আয়লা ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে ছারখার হয়ে যায় সমগ্র সুন্দরবন।স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দরবনের নদীবাঁধ গুলির অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে পড়ে।৩৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধের মধ্যে ৭৭৮ কিলোমিটার নদী বাঁধ প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।সেই সাথে সাথে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় সুন্দরবনের বাদাবনগুলি।এই বাদাবনগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ভূমিক্ষয় ও ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে।সুন্দরবনের অরণ্য ও নদীনালা সহ মোট আয়তন ৯৬২৯.৯ বর্গকিলোমিটার। এর বাইরে আরো কিছু অঞ্চল মিলিয়ে মোট জমির পরিমাণ ৫৩৬৩.৪ বর্গকিলোমিটার। আবার এর মধ্যে ৭৮৭৫০০ একর জমি কৃষিকাজে আরও সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৪২৬৪ বর্গ বর্গ কিলোমিটার।সুন্দরবনে প্রায় ৪০০ প্রজাতির অধিক গাছ ও অগাছা পাওয়া যায়।১০২ টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত সুন্দরবন। এরমধ্যে ইতিমধ্যে ৫৪ দ্বীপ ধ্বংস হয়ে গেছে। অবশিষ্ট মাত্র ৪৮ টি। ১৮৭২ সালে সুন্দরবনে জনসংখ্যা ছিল ২৯৬০৪৫ জন। আর বর্তমানে পঞ্চাশ লক্ষের অধিক মানুষ সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে বসবাস করেন।মোট ১৯ টি ব্লক নিয়ে গঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ এই সুন্দরবন।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৩ ব্লক ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৬ টি ব্লক রয়েছে। ২০০৯ এর আয়লায় সুন্দরবনের প্রচুর কৃষি জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে আগামী দিনে সুন্দরবনের মানুষের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। প্রথমত,অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবিরা জীবিকার সন্ধানে সুন্দরবন জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে প্রায়ই বাঘের আক্রমণের সম্মূখীন হয়ে থাকে। এছাড়া ও খাদ্যের সন্ধানে প্রায়ই লোকালয়ে বাঘ ঢুকে পড়ে। তা স্বত্বে এলাকার বাসিন্দারা বৃহত্তম বদ্বীপ সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন।সুন্দরবনের অধিকাংশ মানুষজন দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন।পর্যাপ্ত কৃষি কাজ ও প্রশাসনিক কড়াকড়ির ফলে জঙ্গলে প্রবেশ করতে না পেরে এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কাজের তাগিদে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। অথচ জনসংখ্যার রাশ টানা যাচ্ছে না। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলের জমি এক ফসলি। তাই চাষের জন্য প্রাকৃতিকের উপর নির্ভর করতে হয়। এই সব অঞ্চলে গভীর নলকূপ বসানো ও সম্ভবপর নয়। সব জায়গাতেই লবণাক্ত জল। যা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। ফলে বৃষ্টির উপর নির্ভর করতেই হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সুন্দরবনের মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য যেটা সবথেকে বেশি প্রয়োজন সে হল ছোট ও মাঝারী শিল্পের প্রয়োজন।

বর্তমানে সুন্দরবন উন্নয়ণ পর্ষদের দৌলতে এখানকার বিভিন্ন বদ্বীপের মধ্যে বিদ্যু সংযোগ ও সেতুর বন্ধন ঘটেছে। সেটা খুবই আশার আলো। বিশিষ্ট পরিবেশবীদ তথা তাব। তাব। বিজ্ঞানীদের মতে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্য সুন্দরবনে হাতে। এমন কথার যথেষ্ট গুরুত্ব ও রয়েছে।উষ্ণায়ণের ফলে যদি সুন্দরবন বিলুপ্তী ঘটে তাহলে তার সব থেকে বেশি প্রভাব প।বে পশ্চিবঙ্গে ও বাংলাদেশে।

এই রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের কোন জেলা রেই পাবেনা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের আগাম সতর্কবার্তা শুধু আয়লা কিংবা ফণী নয় আগামী দিনে ওয়ার্ড,বান্দু,ফিয়ান,লায়লার মতো মারাত্মক বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবন ও তার আশেপাশের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আছড়ে পড়তে পারে অদূর ভবিষ্যতে। এই আয়লা কিংবা সামান্য ফণীর দাপটে অর্ধেক সুন্দরবন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখনও অবধি সেই দুঃসময়ের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি সুন্দরবনে মানুষ ও পশু পাখি। তারপর আগামী দিনের প্রাকৃতিক দূর্যোগের পূর্বাভাষ বা।য়ি দিয়েছে উদ্বেগ।তাই অবিলম্বে বৈঞ্জানিক পদ্ধতিতে নদীবাঁধ সংস্কার কিংবা নতুন বাঁধ নির্মাণ ও বণাঞ্চলের ভারসাম্য আনতে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের উদ্যোগ নেওয়া জরুরী।না হলে শুধুমাত্র পরিবেশ দিবস পালন করে কোন লাভ হবে না।আর সুন্দরবন বাঁচাতে গাছ লাগানোর পাশাপাশি এমন উদ্যোগ না নিলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন।

২০০ গাছ রোপন চম্পার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দূষণহীন সবুজ সুন্দরবন গড়ার শপথ নিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ২০০ চারাগাছ রোপন করলো চম্পা মহিলা সোসাইটি। সুন্দরবনে পরিবেশ সচেতনতা করতে বুধবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থেকে শিবগঞ্জ বাজার পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ হাঁটলেন স্কুলপড়ুয়া থেকে বিশিষ্ট সমাজ সচেতনকর্মীরা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এমন অভিনব উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি এদিন ২০০ চারাগাছ বাসন্তীর শিবগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন গ্রামের রাস্তায় রোপন করেন চম্পা মহিলা সোসাইটি ও চম্পাবতী তরুণতীর্থ নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

এছাড়াও সংস্থার পক্ষ থেকে প্লাষ্টিক বর্জন করার ডাক দেওয়ায় হয়। কারণ এই প্লাষ্টিক যত্রতত্র পড়ে থাকায় আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে প্লাষ্টিক বা প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্য পড়ে থাকতে দেখা যায় । এই গুলি পরিবেশ নষ্টের এক বড় ধরণের সমস্যা হয়ে উঠেছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তা বিশিষ্ট শিক্ষক তথা সমাজসেবী অমল নায়েক বলেন, "সুন্দরবনের ঝড়খালিও গরানবোস ও ভাঙনখালি এলাকায় একের পর এক বৃক্ষ নিধন করে গড়ে উঠছে ফিশারি। সেই সমস্ত জায়গায় বৃক্ষ রোপন করে আমরা সুন্দরবনের সবুজের পরিবেশ গড়তে চাই। এমন কর্মযজ্ঞে কোনও কিশোর,বালক পড়ুয়ারা যদি চারাগাছ রোপন করে অপর কে উৎসাহিত করে তাহলে আগামী দিনে সেই সমস্ত কিশোর বালক পড়ুয়াদের কে পুরষ্কার দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করা হবে।"

তিনি আরো বলেন "সুন্দরবনের মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। সেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মুক্ত সবুজ দূষণহীন সুন্দরবন গড়তে চাই এটাই আমাদের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শপথ। "

গাছ বাঁচানোই লক্ষ্য ফারুকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমাজ সেবার ব্রত নিয়ে সমাজে নানান রকম সমস্যার ঘটনা নিয়ে কবিতা লেখার পাশাপাশি সেবামূলক কাজ করে চলেছেন প্রায় সারা বছর ধরেই। নিজের চেষ্টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের উত্তর গরান বোস গ্রামের বাসিন্দা ফারুক আহমেদ সরদার এলাকায় কবি ও সমাজসেবী হিসাবে পরিচিত। এলাকার মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম হলেও লেখাপড়া বেশি দূর না হলেও ফারুক বরং সব সময় হাসি মুখ নিয়ে এলাকার মানুষের সুবিধা অসুবিধা বিপদে আপদে সাহায্য করে থাকেন।

ফারুকবাবু একটা নিঃশব্দ কাজের উদ্যোগ নিয়ে মাঝে মাঝে শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনদের সাহায্য ও সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে কোথাও কোনও গাছের গায়ে গায়ে সাইনবোর্ড বিজ্ঞাপন মেরে রেখেছে সেগুলো তুলে ফেলা আবার গাছের চারা বিতরণ করা স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। এমন কাজ সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে করে চলেছেন। এর পাশাপাশি তাঁর এলাকার মানুষরা এমন কর্মকান্ড দেখে অনেকেই আবার পরামর্শ দিচ্ছেন।এমন ধরনের কাজ সমাজে সবার করা উচিত কেননা গাছ আমাদের অক্সিজেন তাই গাছকে সুরক্ষা করা প্রয়োজন। গাছ লাগাতে হবে প্রাণ বাঁচাতে হবে সকলের এ বিষয়ে ফারুক বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন আমি বড় সমাজসেবী নই কিন্তু পড়াশোনা করে জেনেছি গাছেরও প্রাণ আছে তাই গাছের গায়ে যেখানে সেখানে নানান কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পেরেক মারা অবস্থায় দেখি,তখন আমার নিজের খুব কষ্ট হয়।আমি গাছকে খুব ভালোবাসি তাই এগুলো রাস্তাঘাটে দেখতে পেলে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলি এবং এই কাজ আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকের কাছে আমার করজোড়ে আবেদন সুরক্ষায় কাউকে কোনওদিন পেরেক পুঁততে দেবেন না। গাছ বাঁচলে আমরা বাঁচবো সবার লক্ষ্য নজর রাখা খুবই জরুরি। নিজেদের পরিবারের সদস্যদের যেমন সুরক্ষার জন্য আগলে রাখা হয় তেমনই প্রত্যেকের উচিত প্রতিটি গাছ কে সেরকম অন্তর দিয়ে ভালোবেসে সুরক্ষা দেওয়াএবং

বাঁচিয়ে রাখা। পাশাপাশি আরো বলেন "দিন দিন উষ্ণায়ন বেড়ে যাচ্ছে ,প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড় বন্যা এসব তো হয়ে যাচ্ছে আর এই বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র গাছ। সরকারি ভাবে গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও এই প্রকল্প বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এন আর জি এস এর টাকায় রাস্তার দু'ধারে গাছ লাগাচ্ছে আর বিদ্যুত দপ্তর সেগুলো সরকার সার্কিটের নামে গাছ কেটে ফাঁকা করে দিচ্ছে এবং পরিকল্পনা হীন ভাবে গাছ লাগানো এবং তার টানা এবং জলের লাইন টানা এসবের জন্য জাতীয় সম্পদ নষ্ট হচ্ছে এসব দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। তাই সকলের কাছে আমার অনুরোধ সুন্দর ও সুস্থ জীবন নিয়ে বাঁচতে গাছ লাগানোর গাছ বাঁচানোর আগ্রহ ইচ্ছা বাড়াতে হবে সকলে উদ্যোগ নিয়ে গাছ লাগাতে হবে। "

বুধবার সকালে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ফারুক বাবু বাসন্তী এলাকার প্রায় কুড়িটি গাছ থেকে পেরেক সাঁটা বিজ্ঞাপন তুলে ফেলে দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করেছেন" ফারুক বাবুর এহেন কর্মকাণ্ড দেখে অনেকেই তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশ্বপরিবেশ দিবসের দিন এমন কর্মকাণ্ডের কথা শুনে পরিবেশবিদ তথা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন ফারুক বাবুকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

ঈদ উৎসবে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পবিত্র ঈদ উপলক্ষে গত ৫ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানাধীন সামালি মোল্লাপাড়ায় অনুষ্ঠিত সেবা উৎসবে দুঃস্থদের বস্ত্র ও ছাত্রছাত্রীদের বইখাতা, পেন্সিল, পেন বিতরণ করা হয় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমিতির কার্য্যকারী সমিতির সদস্যা সমাজসেবী বাসবী চ্যাটার্জী, সঞ্জীব মুখার্জী সহ সমিতির সদস্য ও কর্মীরা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সমিতিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

ডেঙ্গু–ম্যালেরিয়া রুখতে গাপ্পি

কুনাল মালিক : বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে খাল–বিল–নয়ানজুলির জমা জলে গাপ্পি মাছ ছাড়ার উদ্যোগ নেওয়া হল। পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ নিখিল মাখাল জানান, বর্ষার আগে জমা জলাশয়ে মশারা ডিম পাড়ে। বর্ষার সময় মশার বংশ বৃদ্ধি হয়। স্বাস্থ্যদফতরের উদ্যোগে এবং মৎস্যদফতরের মাধ্যমে আমরা ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দুহাজার করে গাপ্পি মাছ দিচ্ছি। জমা জলাশয়ে এই সময় গাপ্পি মাছ মশার লার্ভা খেয়ে নেবে। বর্ষার সময় মশার প্রাদুর্ভাব হবে না।

অন্দরমহল দ্বিধাবিভক্ত

প্রথম পাতার পর

যেখানে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নানা প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষ করে ১০০ দিনের কর্ম নিশ্চিত প্রকল্পের ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। আলিপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত শাসক তৃণমূলের অধীনে থাকা এক পঞ্চায়েতের প্রধান সভা থেকে বেরিয়ে বলেন, কোনও কাজই করব না। অনেক উন্নয়ন করেছি, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ বুথে বিজেপি জিতেছে। এবার কেউ কিছু করতে বললে, বলব মোদীর কাছে যান। ঘটনাস্থলে থাকা আর এক পঞ্চায়েতের বর্ষীয়ান প্রধান বলেন, নানা এটা করা ঠিক হবে না, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। উন্নয়ন করতে হবে, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। তা না হলে বিধান সভা ভোটে একদম ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাব। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এখনও রাজ্যের অভিভাবক, তাঁকেই এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। উন্নয়নের বার্তা তাঁকেই দিতে হবে রাজ্যবাসীর স্বার্থে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রে সরকার গঠনের পরেই নরেন্দ্র মোদী দলবল নিয়ে নেমে পড়েছেন কৃষক ও আমজনতার উন্নয়নের নানা প্রকল্প নিয়ে। ফলে স্বভাবতই চাপ বাড়বে রাজ্যের উপর। উন্নয়ন ছাড়া সেই চাপ উতরানোর আর কোনও উপায় আছে বলে মনে করেন না রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

ভাটপাড়া দিয়ে শুরু দখলের দৌড়

প্রথম পাতার পর

যদিও নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক পার্থ ভৌমিক নৈহাটি পুরসভা এখনও তৃণমূলেরই দখলে বলে দাবি করলেও, তা যে কতদিন তৃণমূল ধরে রাখতে পারবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে স্থানীয় জনমানসে। আগামী বছর রাজ্যে পুরসভা নির্বাচন। তার আগেই অনাস্থা প্রস্তাব ঘোষণা করে এইসব পুরসভাগুলিতে পদ্মফুল ফুটে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই। তবে লোকসভা নির্বাচনোত্তর পর্বে রাজ্যজুড়ে যে রাজনৈতিক হিংসার বাতাবরণ বইছে, তা নিয়ে ব্যাপক চিন্তি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল সহ বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও সুস্থ–সামাজিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকগণ।

এদিকে ভাটপাড়া মডেলকে সামনে রেখে শুক্রবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ২১ ওয়ার্ড বিশিষ্ট বনগাঁ পুরসভাতেও অনাস্থা আনল বিজেপি। এই পুরসভার ১১ জন কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তারা এদিন মহকুমা শাসকের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রেও বিজেপি জয়ী হয়েছে।

আক্রান্ত কেনা জলও

প্রথম পাতার পর

শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্থানীয় আরএসপি দলের পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের গাফিলতিকে এ কারণের জন্য দায়ী করা হয়েছে। দেবাশিসবাবু আবার দায়ী করেছেন পুর জল সরবরাহ দফতরে আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে। দেবাশিসবাবুর দাবি, পুরসংস্থার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ড সহ ১০ নম্বর বরোর অন্যান্য ১১টি ওয়ার্ড অঞ্চলে দীর্ঘদিনের ১০ নম্বর বরোর অন্যান্য ১১টি ওয়ার্ড অঞ্চলে দীর্ঘদিনের ৪০ থেকে ৫০ বছরের পুরনো মরচে ধরা জরাজীর্ণ লোহার পাইপ পরিবর্তন করে দ্রুত পিভিসি জলের পাইপ বসানোর উদ্যোগ নিতে হবে। ৯৯ নম্বর ওয়ার্ড সহ যাদবপুরের গভীর নলকূপের জল সরবরাহ বন্ধ করে গঙ্গার পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা অবিলম্বে নিতে হবে। সংলগ্ন যাদবপুর থেকে টালিগঞ্জ অঞ্চলের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দও এই অভিমত প্রকাশ করছেন।

প্রসঙ্গত, এই এলাকায় গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে জন্ডিস হচ্ছে বলে খবরাখবর ছড়ায়। শুরুতে খবরটা পুরসংস্থা জানতে পারেনি। স্থানীয় পুর প্রতিনিধি জন্ডিস সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বলে গত ২৮ মে সরাসরি মুখ্য পুর স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. মণিরুল ইসলাম মোল্লাকে চিঠি দিয়ে পুরো বিষয়টি অবহিত করেন। পুর স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষ জানান, জন্ডিসের প্রকোপ কিছুটা হলেও কমেছে। স্বাস্থ্য দফতরের চিকিৎসক দল জন্ডিস আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি ঘুরচ্ছেন।

এদিকে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, যাদবপুর–টালিগঞ্জ–গড়িয়ার পানীয় জল সমস্যা কথা মাথায় রেখে গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজের কাছে কলকাতা পুরসংস্থা হস্তান্তরিত কেএমডিএ–র সাত একর জমিতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হবে। ডিপিআর তৈরি হয়েছে। এটা তৈরি হলে ওই এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের চাহিদা মিটবে। দেবাশিসবাবু বলেন, এর আগেও যাদবপুরে জলবাহিত রোগ ডায়েরিয়া, জন্ডিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তাই যাদবপুর, টালিগঞ্জের বিস্তৃত এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিতে স্থানীয় বিধায়ক সুজন চক্রবর্তীর কাছে আর্জি জানিয়েছি। তিনি তা গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত, জন্ডিস আক্রান্তদের রক্তচাপ অস্বাভাবিক রকম কমে যায়। রক্তে 'বিলিরুবিনে'র পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যায়।

মহানগরে

১০০টি স্টেশনে হবে শৌচালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে রাইটস আগামী দিনে ১০০টি রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় জনসাধারণের জন্য শৌচালয় নির্মাণ করা হবে। এরজন্য ইস্টার্ন কোল্ড ফিল্ড লিমিটেড রাজ্যে পূর্ব রেলের আওতায় থাকা রেল স্টেশনগুলিতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য শৌচালয় নির্মাণে অর্থ প্রদান করবে। এই শৌচালয় নির্মাণের জন্য পূর্ব রেল, ইস্টার্ন কোল্ড ফিল্ড লিমিটেড এবং রাইটস–এর মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল আজ। পূর্ব রেলের চিফ প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার অনুজ মিত্তল, ইস্টার্ন কোল্ড ফিল্ড লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার (ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সিএসআর), আর কে শ্রীবাস্তব, রাইটস লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার (রিজিওন্যাল প্রজেক্ট অফিস– উত্তর), পি আর কুমার এই মউ স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন। স্বচ্ছ ভারত' প্রকল্পকে সফল করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক শৌচালয় কমপ্লেক্সে দুটি করে মহিলা এবং পুরুষ শৌচালয় থাকবে। একটি থাকবে দিব্যাঙ্গদের জন্য যা বিনা পয়সায় ব্যবহার করতে পারবেন তারা। এছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা। এই ধরণের দুটি শৌচালয় দিল্লির আনন্দবিহার এবং প্রয়াগরাজ স্টেশনে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাইটস লিমিটেডের পি আর কুমার।

পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার এস এস গেহলট আজ এই মউ স্বাক্ষরের সময় হাজির ছিলেন।

ফটো ক্যাপশন– কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব রেলের আওতায় ১০০টি রেলওয়ে স্টেশনে শৌচালয় নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন– পূর্ব রেলের চিফ প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার অনুজ মিত্তল, ইস্টার্ন কোল্ড ফিল্ড লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার (ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সিএসআর) আর কে শ্রীবাস্তব, রাইটস লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার (রিজিওন্যাল প্রজেক্ট অফিস– উত্তর) পি আর কুমার।

পর্যটন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ জুন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন মেলার উদ্বোধন করলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা বেঙ্গল ট্যুরিজম ফেস্টের চেয়ারম্যান প্রবীর ঘোষাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতরের যৌথ প্রচেষ্টায় ৪র্থ বছরের এই 'বেঙ্গল ট্যুরিজম ফেস্ট' প্রথম দিনেই জমে ওঠে। চলবে ৮ ও ৯ জুন পর্যন্ত। ভ্রমণপিপাসুদের সঙ্গে ভ্রমণ কোম্পানি গুলির যোগ ঘটানোই এই মেলার উদ্দেশ্য। এছাড়াও এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন দফতরও। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য ছত্তিশগড়, গুজরাট, দিল্লি, গোয়া, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ সহ অন্যান্য রাজ্যও।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কোনায় কোনায় যে দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি রয়েছে সেগুলিকে আরও আকর্ষণীয় এবং ভ্রমণপিপাসুদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে আরও বেশি করে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এমন কিছু জায়গা রয়েছে, যে জায়গায় ভ্রমণ কোম্পানিগুলি ভ্রমণপিপাসুদের নিয়ে যেতে এখনও শুরু করেনি। মানুষ নিজেরাই যায় নিজেদের মতন করে। এহেন বিষয়ের গুরুত্ব দিতে বলেছেন মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। তবে এও তিনি মনে করিয়ে দেন যে, যেমন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তেমন কাজ যেন করা হয় তা না হলে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এছাড়াও নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামেও বৃহত্তর আকারে ভারত ব্যাপী এক পর্যটন মেলারও সূচনা করেন মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। সেখানেও রয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন দফতরের স্টল। চলবে ৮–৯ জুন পর্যন্ত। ভ্রমণপিপাসুরা দেখে আসুন, ঘুরে আসুন এই পর্যটন মেলা।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

আনন্দ উৎসব: রেড রোডে ঈদের নামাজের পর কচিকাঁচাদের কোলাকুলি

সমুহ বিপদ: মোমিপুরে পুরনো বাড়ি যে কোনও সময় ভেঙে পড়ে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা, নজরে নেই প্রশাসনের।

ছবি : অরুণ লোধ

পরীক্ষায় ফেল করল কলকাতার 'স্ট্রিট ফুড'

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার পুরসংস্থা ও কয়েকটি 'ফুড' বিশেষজ্ঞ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মূল কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের ১০টি অঞ্চলের ১৭৬৭ জন 'স্ট্রিট ফুড' বিক্রেতার ৩,৬৬৫টি মিল, স্ন্যাক্স ও পানীয় জাতীয় খাবারের (ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার তৈরি খাবার, বিক্রেতার বাড়িতে তৈরি খাবার ও বিক্রিস্থলে তৈরি খাবার) গুণমান কলকাতা পুরসংস্থার নিজস্ব হগ স্ট্রিট স্থিত (কলকাতা–৮৭) 'ফুড ল্যাবরেটরি' পৃথক পৃথক ভাবে পরীক্ষা করে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা দেওয়া হল নীচের তালিকায়।

খাবারের মান	এলাকা
১. উচ্চমানের। স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ (৩৭ জন বিক্রেতা)	উত্তর কলকাতার হাতিবাগান থেকে শ্যামবাজার এবং দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত
২. উৎকৃষ্ট (৩২৬ জন বিক্রেতা)	কালীঘাট মেট্রো স্টেশন থেকে হাজরা মোড় এবং যাদবপুর অঞ্চল
৩. ভালো (১০৮২ জন বিক্রেতা)	চিৎপুর মসজিদ, নিউ মার্কেট ও গড়িয়াহাট অঞ্চল
৪. অত্যন্ত নিম্নমানের (৩১৯ জন বিক্রেতা)	লাউডন স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কাঁকুলিয়া রোড, নিউ মার্কেটের একাংশ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, রিপন স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধী রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বাবুঘাট এলাকা, দক্ষিণ কলকাতার শিশুমঙ্গল হাসপাতাল এলাকা, বাঘাযতীন এলাকা। মূল কলকাতা মহানগরের এমন ১৮টি জায়গার 'স্ট্রিট ফুড' অত্যন্ত নিম্নমানের বলে পুর সমীক্ষায় উঠে এসেছে।

রাজ্যের সম্পদশালী সাংসদ খলিলুর, কাকলি ও শতাব্দী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তদশ লোকসভায় রাজ্যের ৪২টি আসনে জয়ী প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনে জমা করা হলফনামা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, রাজ্যের ৪২ জন সাংসদের মধ্যে সব থেকে বেশি সম্পদশালী তিন সাংসদ হলেন যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর (৯) লোকসভা কেন্দ্রের নব নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান। তার সম্পত্তির পরিমাণ ৩৬ কোটি টাকা। রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধনী সাংসদ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বিতীয়বারের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। তার সম্পত্তির পরিমাণ ৩১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২০ হাজার ৫৭৯ টাকা। আর রাজ্যের তিন নম্বর ধনী সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন মালদহ দক্ষিণ (৮) লোকসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী ওরফে ডালু। তার সম্পত্তির পরিমাণ ২৭ কোটি ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কস্থিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচে'র সমীক্ষা জানাচ্ছে এতো কোটিপতি সাংসদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম সম্পদশালী তিন সাংসদ হলেন বোলপুর (৪১) কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ অসিত মাল। তার সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ১৩ লক্ষ টাকা। রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সম্পত্তির সাংসদ হলেন আলিপুরদুয়ার (২) কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জন বার্লা। তার সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ১৪ লক্ষ টাকা। আর রাজ্যের তৃতীয় সর্বনিম্ন সম্পত্তির সাংসদ হলেন পুরুলিয়া (৩৫) কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো। তার সম্পত্তির পরিমাণ ২২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৪০ টাকা। প্যান তথ্য আছে।

অন্যদিকে, বঙ্গের এবারের ১১ জন মহিলা সাংসদের মধ্যে রায়গঞ্জ (৫) কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ নতুন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী বাদে বাকি ১০ জন মহিলা সাংসদের ১০ জনই কোটিপতি। সব থেকে বেশি সম্পদশালী হলেন দু'হাজার সাংসদ। বারাসত (১৭) লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও বীরভূম (৪২) কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়। তাদের সম্পত্তির পরিমাণ চার কোটি টাকার অধিক। এদের তলায় রয়েছেন হুগলি (২৮) লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

তার সম্পত্তির পরিমাণ ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ওই রিপোর্টে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মহিলা সাংসদদের মধ্যে সব থেকে কম সম্পত্তি রয়েছে রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরির। তার সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ৬১ লক্ষ টাকা। ওই সংস্থার রাজ্য সংযোজক ড. উজ্জয়িনী হালিমের বক্তব্য, রাজ্যে তৃণমূলের ২২ জন সাংসদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের (১১) সাংসদ আবু তাহেরও বোলপুর (৪১) কেন্দ্রের অসিত মাল বাদে বাকি ২০ জনই কোটিপতি বা তার বেশি সম্পদের মালিক। আর বিজেপির ১৮ জন সাংসদের কোটিপতি ন'জন। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল (৪০) কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বড়ালের সম্পত্তির পরিমাণ ৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। এবং জাতীয় কংগ্রেসের দু'জন সাংসদই কোটিপতি।

HD MAKE–UP ARTIST
Any kind of make–up for any ocation

Make–up for Bridal, Party, Portfolio Shoot, Conceptual Shoot, Out Door Shoot, Pre Wedding Shoot etc.

Contact/Whats App
Sucharita Debnath
7278060431

শরীর নিয়ে কথা

পাঠাতে পারেন প্রশ্ন উত্তর দেবেন অভিজ্ঞ ডাক্তাররা

রোজই তামাক বর্জন দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : তামাক ব্যবহারে ভারত দ্বিতীয়। সেই কারণে ভারতের সমূহ বিপদ বলে জানান বিশেষজ্ঞ এবং ডাক্তারেরা। তাদের মতে তামাক ব্যবহার ভারতে এক মহামারির আকার নিতে চলেছে। সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রেডিও থেরাপির ডাক্তার মাফুজ আরিফ বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে ভবিষ্যতের তামাক মুক্ত করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৬–১৭–র এক বিবৃতিতে বলে বিশ্বে তামাক ব্যবহারে দ্বিতীয় ভারত। ২৮.৬ শতাংশ জনসংখ্যা সবরকমের তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে। ভারতে প্রায় ১.৩ মিলিয়ান মানুষের মৃত্যু হয় এই তামাক দ্রব্য ব্যবহারে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩৩.৫ শতাংশ মানুষ তামাক দ্রব্য ব্যবহার করে। যার মধ্যে ৪৮.৫ শতাংশ পুরুষ এবং ১৭.৯ শতাংশ মহিলা। যা দিনকে দিন আরও বেড়ে চলেছে। মহিলাদের তামাক ব্যবহারের সংখ্যা যেহারে বাড়ছে তাতে বিশেষজ্ঞরা আরও চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। পরিসংখ্যান বলছে ৬৬.৫ শতাংশ মানুষ জনসমক্ষে ধূমপান করায় 'কটপএ' আইনে ধরা পড়ে। ৫.৪ শতাংশ মহিলা এহেন কাজে এগিয়ে চলেছে।

'কটপএ' কি–

দি সিগারেটস অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রডাক্টস (প্রহিভিশন অফ অ্যাডভার্টিসমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, প্রডাকশন, সাপ্লাই অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন) অ্যাক্ট ২০০৩। বা 'কটপএ' বলছে :

'কটপএ' বলছে

- সেকশন ৪ : জনসমক্ষে ধূমপান না করা।
- সেকশন ৫ : সিগারেট বা অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন না করা।
- সেকশন ৬ : সিগারেট বা অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা যায় না ১৮ বছরের কম বয়সীদের। এবং যেকোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যেও বিক্রি করা যায় না তামাক দ্রব্য।
- সেকশন ৭ : বিভিন্ন ক্ষেত্রে তামাক দ্রব্যের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কেনাবেচায়, তৈরি করায়, সরবরাহ এবং বিতরণ করায়।
- সেকশন ৮ : বিভিন্ন প্রকারে নির্দিষ্টভাবে সতর্ক করতে হবে।
- সেকশন ৯ : ভাষা যেটা ব্যবহার করতে হবে সতর্কতার জন্য তা যেন সকলে বুঝতে পারে।

ধূমপান বিরোধী যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধূমপান বিরোধী পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতার রাজপথে। বিভিন্ন স্কুল সংগঠন অংশগ্রহণ করে এই পদযাত্রায়। দক্ষিণ কলকাতা নেহেরু যুবকেন্দ্র পা মেলায় সকলের সঙ্গে। নেহেরু যুবকেন্দ্রের রাজ্য অধিকর্তা নবীন নায়েক দক্ষিণ কলকাতা জেলা আধিকারিক রঘুমণি চট্টোপাধ্যায়, উদিয়াসের কর্নধার পুরদীপ্ত সাহা, নৃত্যগুরু মল্লার ঘোষ সহ বহু বিষিষ্ট ব্যক্তিরা অগ্রভাগে এই যাত্রা এগিয়ে নিয়ে চলে। নবীন নায়েক তাঁর বক্তব্যে জানান, 'তামাক মানুষের হৃৎপিণ্ড ফুসফুসের ব্যাপক ক্ষতি করে। বিভিন্ন রকম ক্যান্সারের জন্ম দেয়। এই ক্ষতিকারক দ্রব্যটি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে সমাজের একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।' সেক্ষেত্রে যুব সমাজকে এই সচেতনতা অতি আবশ্যিক, নতুন ভবিষ্যৎ যাতে পৃথিবীকে নতুন দিশা দেখাতে পারে। এই পদযাত্রায় দক্ষিণ কলকাতার প্রাচীন সংগঠন ৭৫ বছরের হিন্দ সংঘ সামিল হয়েছিল।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

দিনটা আসে যায়, কিন্তু জাগায় না

প্রতিরুদ্ধ বাউল : দূষণের বাজারে একটি প্রতিযোগিতা নিয়ে ইদানিং খুব চর্চা চলছে। বায়ু দূষণে কে বেশি এগিয়ে। দিল্লি না কলকাতা। বাতাসে দূষণ কণার পরিমাপে এই সপ্তাহে দিল্লি এগোয় তো পরের সপ্তাহে কলকাতা। শুধু ভারতের বর্তমান ও প্রাক্তন রাজধানী নয় এই প্রতিযোগিতায় পারে না। পরিসংখ্যান বলছে বায়ু দূষণের প্রভাবে প্রতি বছর ভারতে মরতে হচ্ছে ১২ লক্ষ মানুষকে। গতবছরে এক সমীক্ষায় ১৮০টি দেশের মধ্যে দূষণ তালিকায় ভারতের স্থান ১৭৭ নম্বরে। আমরা কিন্তু নির্বিকার। নিঃশব্দে নিজেদেরকে নিয়ে এগিয়ে চলেছি ধ্বংসের দিকে।

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন 'বন্ধু এক আশা', নেহেরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা এবং জাতীয় সুরক্ষা প্রকল্প যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও চারুচন্দ্র কলেজের যৌথ উদ্যোগে এক বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বহু ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও পা মেলায় তাদের সাথে। 'বন্ধু এক আশা'র সভাপতি প্রিতম সরকার পথচারীদের এবং পুলিশদেরকেও গাছের চারা উপহার দেয়। মূল লক্ষ ছিল গাছ লাগিয়ে পরিবেশ রক্ষা করা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নেহেরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার অধিকর্তা রঘুমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিতম সরকার, এনএসএস চারুচন্দ্র কলেজ ও এনএসএস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্তারা। ছবিতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হচ্ছে যাদবপুর ট্রাফিক গার্ডের ওসি কাঞ্চন হাজরার হাতে (বামদিক), এবং যাদবপুর থানার ওসির হাতে (ডানদিক)।

কড়া টক্কর দিতে দ্রুত এগিয়ে আসছে দেশের অন্য শহরগুলিও। প্রসঙ্গটা অবধারিত ভাবেই এল কারণ গত ৫ জুন পেরিয়ে গেল আরও একটা বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবারের থিম 'বায়ুদূষণ রোধ'। মূল অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত হয়েছে চিন। গতবার ২০১৮ সালে থিম কান্ট্রি দিল ভারত। ছিল দূষণকে পরাজিত করার আহ্বান। ১৯৭৪ সাল থেকে এই দিনটিতে পালিত হয়ে আসছে দিনটি। ৪৫টি বিশ্ব পরিবেশ দিবস পার হয়ে যাবার পর পৃথিবীতে আজ ৯২ শতাংশ মানুষ শুদ্ধ বাতাসে নিশ্বাস নিতে

দিল্লির পরিবেশ গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাডভোকেন্সি) অনুমিতা রায়চৌধুরী বলেছেন এখন আর নীতি গ্রহণ করে লাভ নেই। সে সময় পেরিয়ে গিয়েছে। অবিলম্বে বায়ুদূষণ রোধে পদক্ষেপ করার সময় এসেছে। দু'চারটে বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না তা নয়। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ প্রজেক্ট গো গ্রিন নামে একটি প্রকল্পে সবুজের অভিযান শুরু করেছে। নেওয়া হয়েছে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি। এই সপ্তাহতেই বায়ু দূষণ পরিমাপের যন্ত্র বসিয়েছে তারা। গত সোমবার হাওড়া শিবপুরের আইআইইএসটি ক্যাম্পাসে চালু হল ব্যাটারিচালিত ই রিকশা। গত শুক্রবার পুরভবন থেকে কলেজ স্পোয়ার পর্যন্ত পদযাত্রা করল কলকাতা পুরসভা। আগামী একমাস শহর জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে আলোচনাচক্র, মিছিল, প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান। কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বায়ু দূষণের। তৈলচিত্র থেকে প্রত্ন সামগ্রীর প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে দূষিত ধূলিকণায়। বাঁচতে তারা আয়োজন করেছে আলোচনা চক্রের। রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী পরিবেশকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন।

বিলম্বিত হলেও এই পদক্ষেপগুলিকে যদি আমরা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করি তাহলে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কোনও অভাব নেই। বিশ্ব পরিবেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রতিদিন বেড়ে চলেছে তামাক সেবন। দূষিত ধোঁয়ার সিলিন্ডার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিষিদ্ধ যানবাহন, কেড়ে নিচ্ছে বিশুদ্ধ নিঃশ্বাসের অধিকার। আজও রাস্তা, ঘাটে, ঝুপড়িতে গলগল করে বেরোচ্ছে উনুনের ধোঁয়া। প্লাস্টিকে বন্ধ হচ্ছে পয়ঃ–প্রণালী, নদী, নালা। এমন কি সমুদ্রও ধীরে ধীরে অপারগ হয়ে উঠছে প্লাস্টিক ধারণে। আমরা নির্বিকার। আমাদের সচেতনতা বা শাসনের সংস্থাগুলিই নির্বিকল্প। যে শহরে দূষণ অবাধে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেই শহরের পুরসভা প্রাচীনত্বে ন্যুব্জ। গত ১০ বছরে গন্ডা গন্ডা বৈঠক আর আলোচনা হয়েছে সেখানে। কাজের কাজে অষ্টরম্ভা। শুধু বায়ু ও জল দূষণ নয়, খাদ্য দূষণে ভরে উঠেছে শহরটা। স্বান্তনা একটাই। এটা আমাদের ভবিতব্য। এত ভেবে লাভ কি?

মাঙ্গলিকী

নবীনদের গজল নিয়ে এক সন্ধ্যা উপহার দিল কলকাতাবাসীকে কসমিক হারমনি এবং শ্যাম সরকার। সুরময়ী সান শীর্ষক এই গজল সন্ধ্যার দুই শিল্পী হলেন অমৃতা চ্যাটার্জী এবং অলোক সেন তাঁদের এই যুগলবন্দী ৩১ মে ২০১৯ উত্তম মঞ্চের পূর্ণপ্রায় প্রেক্ষাগৃহকে সুর ও তালে মোহিত করেছে। এই অনুষ্ঠানের সহযোগী হিসেবে ছিল কলকাতার নামী সংস্থা 'বিবেক'। সুর ও তালকে ছন্দে ধরে রেখেছিলেন নামী মিউজিশিয়ানরা। তাঁরা হলেন প্রদীপ ঘোষ, সুরজিৎ চক্রবর্তী, ঋত্বিক মিত্র, মনোজ রথ।

রাতমা গ্রামে দেড়শো বছরের প্রাচীন ধরমপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৌদ্ধ পূর্ণিমায় বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে অনুষ্ঠিত হলো 'ধরমপুজো'। দেড়শো বছরের প্রাচীন ধরমপুজো অনুষ্ঠিত হলো রাতমা গ্রামে। জিভে পিঠে বাণ ফুড়ে ভক্তরা। শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো 'ধর্ম্মরাজ পুজো'। চিনপাই এবং মেটেলা গ্রামে ধরমপুজো উপলক্ষ্যে বসে গ্রামীন মেলা। 'ধর্ম্মরাজ পুজো' উপলক্ষ্যে বাড়ীতে দূরদূরান্তের আত্মীয়স্বজনরা আসে। অক্ষয় তৃতীয়ায় উত্তর রাইপুর গ্রামে পূজিত হলেন 'মা মনসা'। প্রায় চারশো বছরের পুরাতন। পুজো পরিচালনা করে চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যরা। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তারাপীঠে 'মা তারা' মন্দির এবং সাইথিয়া নন্দিকেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তদের ভিড় ছিলো চোখে পড়ার মতো। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উত্তর রাইপুর গ্রামে পূজিত হলেন 'মা মনসা'। প্রায় চারশো বছরের পুরাতন।

পুজো পরিচালনা করে চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যরা। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তারাপীঠে 'মা তারা' মন্দির এবং সাঁইথিয়া নন্দিকেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তদের ভিড় ছিলো চোখে পড়ার মতো। চৈত্র মাসে চড়ক উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই গ্রীষ্মকালে গ্রাম বাংলায় অনুষ্ঠিত হয় 'ধর্ম্মরাজ পুজো'। যা ধরম পুজো নামে অধিক পরিচিত। জেলার নানাপ্রান্তে এখন চলছে চব্বিশ প্রহর। শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো 'ধর্ম্মরাজ পুজো'। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে চিনপাই গ্রামে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বাঁধেরশোল গ্রামে 'ধর্ম্মরাজ পুজো' অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষ্যে এলাকায় বসে একবেলার গ্রামীণ মেলা। পাঁপড় ভাজা এবং জিলিপি – এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। 'ধর্ম্মরাজ পুজো' উপলক্ষ্যে বাড়িতে দূরদূরান্তের আত্মীয়স্বজনরা আসে। জেলার নানাপ্রান্তে এখন চলছে চব্বিশ প্রহর।

মহরৎ হল 'হিয়ার সাথে' নতুন বাংলা ছবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদা নববর্ষে অক্ষয় তৃতীয়াতে টালি পাড়া থাকতো সরগম আর রমরমা একের পর এক বাংলা ছবির 'শুভ মহরৎ' অনুষ্ঠিত হতো। আজ বা বিগত কয়েক বছরে সেটা হয়ে গিয়েছে ইতিহাস এখন আর পয়লা বৈশাখ বা অক্ষয় তৃতীয়াতে ছবির মহরৎ হয়না– বাংলা ছবির চালচিত্র সবাই জানেন–। গলি পাড়া টিকে আছে গুটি কতক সিরিয়ালের দৌলতে– যার জন্য শিল্পীরা করে কর্মে খাচ্ছেন। এমন অবস্থায় পরিচালক দীপঙ্কর সেন সম্প্রতি 'হিয়ার মাঝে' নতুন বাংলা ছবির মহরৎ করে শ্যুটিং শুরু করলেন– শান্তি বলো ফিল্মসের প্রথম নিবেদন এই ছবি।

যার টান টান কাহিনী লিখেছেন বাভেরি হোড়। সিংহরায় পরিবারকে ভিত্তি করে ছবির কাহিনী পর্দায় জমাট বাধবে বলে জানালেন পরিচালক। গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারের সর্বময় কর্ত্রী প্রভারাণী সিংহরায় কেবল তার পরিবারই নয়, তাকে মান্য করে চলে পুরোগ্রাম। প্রভারাণীর দুই ছেলে ও একমাত্র কন্যা শ্রুতি। পারিবারিক কঠোর অনুশাসনে বেড়ে ওঠে শ্রুতি। কলেজে পা দিয়ে সে প্রথম আস্বাদ পায় বাহির জগতের।

যার ফলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে সায়নের। সায়ন পড়াশুনোয় বেশি দূর এগোতে পারেনি। ফরে ডাব বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কোনও এক ঘটনার আবর্তে শ্রুতি সায়নের প্রেমে পড়ে। এক প্রকার জোর করে সায়নকে নিয়ে পালিয়ে যায় সে। প্রভারাণী সেটা জানতে পেরে, সায়নকে মারধর করে শ্রুতিকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এবং চেষ্টা চরিত্র করতে থাকেন গ্রামের বাড়িতে ফিরে যত শীঘ্র সম্ভব শ্রুতিকে পাত্রস্থ করতে মানে বিয়ে দেওয়ার। বিয়ে দেব বললে কি দেওয়া যায়। এরপর কি হবে প্রভারাণী কি জোর করে অন্যত্র শ্রুতির বিয়ে দিতে সফল হবেন নাকি শ্রুতি কি সায়নকে বিয়ে করতে সফল হবেন?

এইভাবে টান টান কাহিনী এগিয়ে যাবে পরিণতির দিকে।

প্রভারাণী সিংহরায়ের দাপুটে চরিত্রে দেখা যাবে অনামিকা সাহাকে। তার বড় ছেলের চরিত্র রূপায়ণে ভাস্কর ব্যানার্জী। সিংহরায় পরিবারের এক মাত্র কন্যা মানে গল্পের মূল নায়িকার ভূমিকায় নবাগতা সৃজনী।

সায়নের মানে নায়কের ভূমিকায় বড় ও ছোট পর্দার জনপ্রিয় নায়ক রাহুলকে দেখা যাবে। সায়নের বন্ধুর চরিত্রে ধীরা ব্যানার্জী। এরা প্রত্যেকে মহরৎ–এ হাজির ছিলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ চরিত্র সম্পর্কে সচেতন ও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখালেন সংবাদিকদের সামনে। সবাই তাদের সেরাটা দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।

ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় টলিউডের আর কিছু পরিচিত মুখ দেখা যাবে।

পরিচালক বলেন, আমি একটা সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক বাংলা ছবি বানানোর প্রয়াস করছি। যার জন্য আমি কোনও কার্পণ্য করব না।

ব্যারাকপুর, কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এই ছবির শ্যুটিং হবে।

আলাপের রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ মে 'আলাপ' সংস্থার উদ্যোগে গোবরডাঙা খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এক মনোজ্ঞ 'রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বিজনকান্তি নন্দী, জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক নন্দ দুলাল বসু, ড. সুনীল বিশ্বাস, আভা চক্রবর্তী, শ্রাবণী বিশ্বাস প্রমুখের সম্মাননা জ্ঞাপনের পাশাপাশি এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ওই বিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্র মৃন্ময় মণ্ডলকেও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংগীত গেয়ে শোনান ঐশ্বর্য মুখার্জী।

আবৃত্তিতে অংশ নেয়, শিশু বাচিক শিল্পী প্রেরণা ভট্টাচার্য, সোমশুভ্র রায়, ঐন্দ্রিলা মুখার্জী, ঐশিক ভট্টাচার্য, ঐন্দ্রিক ভট্টাচার্য প্রমুখ। বড়দের মধ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠ ছাড়াও আবৃত্তি পরিবেশন করেন বাচিক শিল্পী সাধনা মজুমদার, শর্মিষ্ঠা সাধুখাঁ, সৌমিলী দেবনাথ, পলাশ মণ্ডল প্রমুখ। এছাড়া ভোরের পাখী। 'সহজ পাঠে'র 'কাব্যনাট্য' পরিবেশনে কচি–কাঁচাদের অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। পাশাপাশি দেবাদৃত মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় শিশুদের গীতিনাট্য ও শ্রোতাদের হৃদয় জল করতে সক্ষম হয়েছে। আলাপ–এর কর্ণধার অনুপ ভট্টাচার্যের 'যদি আর বাঁশি না বাজে' কাব্যশৈলীর মধ্য দিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুলকে বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অন্য এক মুন্সিয়ানার পরিচয় তাঁকে বেহালায় অর্পণ বসু এবং বাঁশিতে সহযোগিতা করলেন শিল্পী পার্থ বিশ্বাস। অপূর্ব দ্যোতনায় সেই কাব্যচিত্র ছিল মনোমুগ্ধকর। সঞ্চালনায় মালা গাঙ্গুলি প্রশংসার দাবি রাখে।

কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে (নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দির ভবনে) ১ জুন (শনিবার) পালন করল রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা। নাচে–গানে–আবৃত্তি–সিন্থেসাইজার বাজিয়ে এই লাইব্রেরির ১৪৭ তম বর্ষ পদাপর্ণে সদস্যরা স্মরণ করলেন বিশ্বকবি ও বিদ্রাহী কবি বাংলা সাহিত্যের দুই সেরা নক্ষত্রকে। চন্দননগর পুস্তকাগারের লাইব্রেরিয়ান সোমনাথ ব্যানার্জী বলেন, আমাদের এই বহু পুরনো লাইব্রেরি প্রতিবছর সাংস্কৃতিক চর্চা ধরে রাখার পাশাপাশি ছোটদের মানসিক বিকাশ ঘটানোর ও চেষ্টা করছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে এক অন্যরকম রচনা ভবানীচরণ দাসের বক্তব্যে উঠে এল।

অন্যদিকে শতদ্রু মজুমদার বিদ্রোহী কবির নানাদিক ধরেন,

রবীন্দ্র নৃত্যে নিভা সামন্তের নাচটির উপস্থাপনা এক অন্যমাত্রা আনে। এই অনুষ্ঠানটি লাইব্রেরির সহকারীদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়।

এঁরা হলেন সুমন্ত পাল, পরাশর দে সরকার ও সাগর সেন। অনুষ্ঠানে সমবেত গীতি আলেখ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন লাইব্রেরির সদস্যরা শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য, নুপূর চক্রবর্তী, সুমিত্রা দাম, স্বাতী দেবনাথ, বাণী ঘোষ 'নয় নয় এ মধুর খেলা', 'তুমি রবে নীরবে', 'আমি যার নুপূরের ছন্দ', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' উপস্থিত ছিলেন জয়দেব মজুমদার, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা।

পরলোকে রুমা গুহঠাকুরতা

শঙ্কর ঘোষ : ষাটের দশকে যে সব অভিনেত্রীরা এসে বাংলা ছবির জগতকে জমজমাট করেছিলেন, সেই তালিকায় এক বিশিষ্ট নাম রুমা গুহঠাকুরতা। ১৯৩৪ সালের ২১ নভেম্বর রুমার জন্ম হয় কলকাতায়। বাবা সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মেয়ের নাম দিয়েছিলেন কমলিকা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নতুন নাম দিলেন রুমা। সেই রুমা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন গত ৩ জুন সোমবার ভোরবেলায় তাঁর নিজের বাড়িতেই।

রুমা গুহঠাকুরতার অভিনয় জীবন শুরু বম্বেতে। ১৯৫০ সালে 'সমর' ছবিতে তিনি নায়িকা। বিপরীতে অশোক কুমার। ১৯৫১ সালে কিশোরকুমারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের এক পুত্র স্বনামধন্য গায়ক অমিত কুমার। কিশোর কুমারের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর কলকাতায় চলে আসেন। নতুন করে ঘর বাধেন পরিচালক অরূপ গুহঠাকুরতার সঙ্গে। পাশাপাশি চলতে থাকে চলচ্চিত্রাভিনয়। রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' তাঁকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এলো। বাংলার প্রায় সব বিখ্যাত পরিচালকদের ছবিতেই তিনি অভিনয় করেছেন। সত্যজিৎ রায় তাঁকে নিয়েছেন 'অভিযান', 'গণশত্রু' ছবিতে। তপন সিংহ তাকে নিয়েছেন 'ক্ষণিকের অতিথি', 'নির্জন সৈকতে', 'হুইল চেয়ার' ছবিতে। তরুণ মজুমদার নিয়েছেন 'পলাতক', 'দাদার কীর্তি', 'ভালবাসা ভালবাসা' ছবিতে। অরূপ গুহঠাকুরতার দুটি ছবিতেই (বেনারসী, পঞ্চশর) তিনি নায়িকা। বিজয় বসু 'বাঘিনী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'খনা বরাহ' ছবিতে নিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি কাজ করেছেন অজয় কর (প্রভাতের রঙ), সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী), অজিত লাহিড়ি (জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, গড় নাসিমপুর), পার্থপ্রতিম চৌধুরী (শুভা ও দেবতার গ্রাস, হংস মিথুন), দিলীপ রায় (নীলকণ্ঠ, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে), যাত্রিক (যদি জানতেম), সুজিত গুহ (অমরসঙ্গী), অঞ্জন চৌধুরী (বিধিলিপি, ইন্দ্রজিৎ) প্রমুখ পরিচালকের ছবিতে।

ছবিতে নিজের গান তিনি নিজেই গেয়েছেন। পলাতক, আশিতে আসিও না, নির্জন সৈকতে, তীরভূমি, এন্টনি ফিরিঙ্গি, পঞ্চশর, বাঘিনী, যদি জানতেম প্রভৃতি ছবিতে তার নিদর্শন রয়েছে। এমন কি সত্যজিৎ রায় সঙ্গীত পরিচালক হয়ে নিত্যানন্দ দত্ত পরিচালিত 'বাক্সবদল' ছবিতে অপর্ণা সেনের লিপের গান ''আমার পরাণ যাহা চায়'' রুমাকে দিয়েই গাইয়েছিলেন। কলকাতায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন 'ক্যালকাটা ইউথ কয়্যার'এর। এই পর্যায়ে তার গান 'গঙ্গা বইছো কেন' আজও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে আছে। পরিচালক অসিত সেনের অনুরোধে 'বৈরাগ' ছবিতে দিলীপকুমারের ঘরণীর চরিত্রে অভিনয় করে এসেছিলেন। জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছেন। রুমা অভিনীত আরও কিছু স্মরণীয় ছবির মধ্যে আছে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, নেকলেস, কিনু গোয়ালার গলি, তীরভূমি, নিশিকন্যা, সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়যা, পরিচয়, দৌড়, গায়ক, সূর্যতপা, সমর্পিতা, তুমি কত সুন্দর, আশা ও ভালবাসা, অনুরাগ, গরমিল, চক্রান্ত, সংঘর্ষ প্রভৃতি ছবি। দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। আজ তিনি নেই। কিন্তু দর্শক ও শ্রোতাদের অন্তরে তিনি থাকবেন চিরদিন। শিল্পী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

চিরন্তরের নাট্য কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪–২৬ মে পর্যন্ত তিন দিনের নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙা কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়ে। 'চিরন্তন' নাট্য সংস্থার উদ্যোগে উক্ত কর্মশালার প্রশিক্ষক ছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী। স্বরক্ষেপন, তাল, লয়, ছন্দ, মুকাভিনয়, কোরিও গ্রাফি, পাপেট, রূপসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রায় কুড়ি জন শিশু–কিশোর উক্ত কর্মশালায় অংশ নেয়। চিরন্তন এর কর্ণধার অজয় দাস জানান যে প্রতিবছর এই কর্মশালা আমরা করে থাকি। উদ্দেশ্য ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং সমাজের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে এজন্য এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ঋতের আবৃত্তি সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ মে, বেহালা শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হল এক অভিনব আবৃত্তি সন্ধ্যা, বাচিক শিল্পী ও আবৃত্তিকার রশ্মি মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠান 'ঋত' এর ছাত্রছাত্রীরা তাদের উপস্থাপনায় রেখেছে কবিতা কোলাজ– 'ছেলে বেলার কথা' (রিতিশা, রিয়াংশি, সৃজিতা, অন্তরা, নিখিলেশ, অদৃজা, শিবাংস, দীপাঞ্জনা ও স্বর্ণেন্দু), 'ভূতের কীর্তন' (শ্রেষ্ঠা, শর্মিষ্ঠা, শ্রীতমা, প্রাপ্তি, রিসিত, আয়ূশ, স্বর্ণেন্দু কুণ্ডু, জয়িতা, আনন্দিনি, সৌমিলি, ঋদ্ধি), 'স্বদেশ আমার জন্মভূমি' (আয়ূশী চৌধুরী, কৌশিক, সানা, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, সৌমিলি সরকার, ইন্সিতা ও সৃজিতা সাহা)। 'একটি মেয়ে'–তে ব্রততী, স্বাগতা ও আয়ুশী হালদার মানুষের মন কেড়েছে। সব শেষে কবিতার ডালি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন মন কেড়েছে। সব শেষে কবিতার ডালি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন কবিতার ডালি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন কবি চন্দন সিনহা রায়, কবি স্বপনকুমার মান্না এবং প্রযোজক দেবাশিস চক্রবর্তী। স্বরক্ষেপন মুগ্ধ করেছে প্রতিটি দর্শক বন্ধুকে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির ভাবনা, পরিকল্পনা ও সঙ্গীতে ছিলেন অনিমেষ মুখার্জী। যার ফলে আলো, সঙ্গীত ও কবিতায় মিশে হয়ে উঠেছিল এক 'সাইক্লোরামা', কবিতার জগতে যা অভিনব ও অনবদ্য। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি চন্দন সিনহা রায়, কবি স্বপনকুমার মান্না এবং প্রযোজক দেবাশিস চক্রবর্তী।

চন্দননগরে রবীন্দ্রজয়ন্তী

রিম্পি ঘোষ: গত ৩০ মে চন্দননগর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সভাগৃহে মহাসমারোহে পালিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর মহকুমা উপশাসক দেবদত্তা রায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করে 'সুর ও ছন্দ' সংস্থা। 'নৃত্যমঞ্জুরী' পরিবেশিত নৃত্য উপস্থিত দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'কথা ও কাব্য'–র আবৃত্তি পাঠ নিঃসন্দেহে এই অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা এনে দেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ঘিরে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ কলেন সবাই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে সঞ্চালনা করেন চন্দননগর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সোমশ্রী পাল।

কমলাকান্ত বন্দনা

শ্রেয়সী ঘোষ : ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটি'র মূল মঞ্চে গত ৩০ মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় সাধক কমলাকান্তকে নিয়ে অনুষ্ঠান করলে প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। সাধক কমলাকান্ত শাক্ত পদাবলী জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। তাঁর আবির্ভাব থেকে তিরোধান পর্যন্ত কাহিনী তুলে ধীলেন শিল্পী। সেখানে বিখ্যাত সব ঘটনাগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বক্তব্যের মাঝে মাঝে শিল্পী শোনালেন কমলাকান্তের গান। যার মধ্যে ছিল, শ্যামা মা কি এক কল করেছে, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী, আমার আপনাতে আপনি থেকে মন, যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে, আর কিছু নাই সংসারের মাঝে, মন রে কালী বলে ডাকো প্রভৃতি কালজয়ী গান গুলি। শিল্পী নিজে সিথেসাইজার বাজিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। এক ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শিল্পী শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন।

রবীন্দ্র নজরুল সংস্কৃত সন্ধ্যা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধেশ্বর সামন্ত পাড়ায় রবিবারদিন সন্ধ্যা ৭ টায় সিদ্ধেশ্বর কিশোর সংঘের পরিচালনায় রবীন্দ্র নজরুল জন্মোৎসব পালন ও সংস্কৃত অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নজরুল উপর থাকছে আলোচনা সভা। এছাড়া আবৃত্তি নৃত্য গান ও নৃত্যনাট্য। সময়ের সাথে সাথে বদলেছে সব কিন্তু বদলায়নি রবীন্দ্র নজরুল। আজও ত্রারা চির নতুন। আজও মানুষ ভোলেনি গেঁথে রেখেছে হৃদয়ে আপামোর বাঙালির বিশ্ববাসী। দিকে দিকে গ্রাম থেকে শহরে তাই মেতে উঠেছে রবীন্দ্র নজরুল জন্মোৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে।

রবীন্দ্রজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে ২৫শে বৈশাখ বীরভূম জেলায় পালিত হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মদিন। রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড়ে কংগ্রেসের উদ্যোগে পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট বিধানসভার যুব কংগ্রেস সভাপতি আঙ্কুর মিঞা,আইএনটিইউসি সভাপতি শাহাজাদা হোসেন (কিনু), সম্পাদক মৃন্ময় ঘোষ। আবাদনগর টোগোর সোসাইটি কার্যালয়ে বিশ্বজিৎ (বিভু) চক্রবর্তীর স্মরণ অনুষ্ঠান হলো।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

অঘটনের টুর্নামেন্ট হতে পারে এবারের বিশ্বকাপ

অরিঞ্জয় মিত্র

শুরুতেই যেভাবে কম্পমান অবস্থা দেখা গেল টিম ইন্ডিয়ার তাতে সন্দেহ জাগছে বাকি টুর্নামেন্ট টিম কোহলি কিভাবে টেনে নিয়ে যাবে। আসলে ভারতের জয়কে খাটো না করেও বলা যায় এত অল্প রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আটকে দেয় বোলাররা যে কোনওভাবেই হারার সম্ভাবনা ছিল না বিরাটদের। তার মধ্যে বিশেষ করে বলতে হবে চহাল আর বুমরাহ'র কথা। চহালের চার উইকেট আর বুমরাহর দুরন্ত গতি প্রথমেই ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়েছিল প্রোটিয়াদের। কুলদীপ যাদবের বোলিংও ভারতকে এগিয়ে রেখেছিল প্রথম থেকেই। সব মিলিয়ে ভারতের বোলিং অ্যাটাক ষোলোআনা সফল হয়েছে। অন্যদিকে ব্যাটিং কিন্তু ভারতীয় ম্যানেজমেন্টের কাঁটা হয়ে খচখচ করবে তা বলাইবাহুল্য। ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপ নিয়ে এই আগেও বারবার বলা হয়েছে ঋষভ পন্থের জায়গায় দীনেশ কার্তিকের অন্তর্ভুক্তি যেমন ভুল সিদ্ধান্ত, ঠিক তেমনই ওপেনিং স্লটে শিখর ধাওয়ানের ওপর ভরসা রাখা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ভারত যে শেষ পর্যন্ত প্রোটিয়াদের বাধা অতিক্রম করতে পেরেছে তার জন্য সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মার কৃতিত্ব শতকরা একশোভাগ। শেষ পর্যন্ত রোহিত যেভাবে ম্যাচ শেষ করে এসেছেন তাকে মাথায় রেখেও বলতে হচ্ছে শিখর ধাওয়ানের অফ ফর্ম না ভোগায় এই বিরাট বাহিনীকে। রোহিতকে ছোট ছোট কয়েকটা জুটি দিয়েছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি, কে এল রাহুল আর মহেন্দ্র সিং ধোনি। মাহি কিন্তু যথেষ্ট ঠাণ্ডা মাথার পরিচয় দিয়েছেন পরিণত ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে। ভারতের এই ম্যাচের পরে পরেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ম্যাচটাও নজরে এসেছে। বাংলাদেশ যদি আর মাত্র কয়েকটা রান যোগ করতে পারত তবেই হাতের মুঠোয় চলে আসত ম্যাচ। সাকিবুল হাসান যেভাবে চমৎকার অলরাউন্ড পারফর্ম করেছেন তাও নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশকে লড়াইয়ে রাখবে আগামী ম্যাচগুলিতে। ক্যারিবিয়ানরা অবশ্য খুব দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে বলা চলে। বিশেষ করে ক্রিস গেইলের মতো তারকা ব্যাটসম্যানকে দুবার আউট ঘোষণার পরেও থার্ড আম্পায়ারের ক্যামেরা যেভাবে তাকে নট আউট দেখায়, সেটা আম্পায়ারদের বড় ব্যর্থতা হিসেবে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। তৃতীয়বারের বার যেভাবে এলবিডব্লিউ হলেন তিনি সেই সিদ্ধান্তও সমালোচিত হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে ওই জায়গাটায় বেনিফিট অফ ডাউট পেতেই পারেন গেইল। তাও যেভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লড়াই দিয়েছে তাতে অজিরা প্রায় হারতে হারতে জিতেছেন। এমতাবস্থায় এখন যেভাবে বিশ্বকাপ এগোচ্ছে তাতে কোনও দলকেই ফেভারিট তকমা দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ প্রবল শক্তিশালী তথা আয়োজক ইংল্যান্ডও পাকিস্তানের কাছে হেরে বসে আছে। অজিদেরও খুব শক্তিশালী লাগছে না। দক্ষিণ আফ্রিকা তো বিদায় নেওয়ার মুখে। সেক্ষেত্রে ফের যদি এশিয়ায় কাপ আসে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যদিও এশিয়ার দলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে একমাত্র ক্যারিবিয়ানরাই। এমনটাই ধারনা বিশেষজ্ঞদের।

যেভাবে প্রথম সপ্তাহটা চলছে তাতে এবারের বিশ্বকাপ যদি কোনও বড়মাপের অঘটন ঘটায় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিশেষ করে বাংলাদেশ যেভাবে তাদের প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছে তা রীতিমতো উল্লেখ করার মতো। কেকেআরের হয়ে খেলা সাকিবুল হাসান অসাধারণ খেলে ম্যান অফ দি ম্যাচ হলেও এই ম্যাচে প্রতিটা বেঙ্গল টাইগারকে দেখা গিয়েছে নিজেদের উজাড় করে দিতে। তামিম ইকবাল ও সৌম্য সরকার যে গোড়াপত্তনটা করেছিল তা পুরোপুরি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন বাকি খেলোয়াড়রা। মুস্তাফিজুর থেকে বাকি সবাই যেভাবে খেলেছেন তাতে প্রোটিয়ারা ছিটকে গিয়েছে ম্যাচ থেকে। বাংলাদেশকে এই বড় জয় পেতে আরও সাহায্য করেছে স্লগ ওভারে তাদের অসম্ভব দাপট। বস্তুত, ৪৪ ওভারে ২৬০ তোলা বাংলাদেশ শেষ ৬ ওভারে পায় ৭০ রান। এটাই দেখা গিয়েছে চূড়ান্ত তফাৎ গড়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকানদের সঙ্গে। কারণ, প্রোটিয়ারাও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল রান তাড়া করতে। কিন্তু ওই ফারাকটা কিছুতেই ভরতে পারেনি আফ্রিকান সিংহরা। এক্ষেত্রেরা বাঘেরা কামাল করেছে ষোলোআনা ভালো খেলার মাধ্যমে।

দক্ষিণ আফ্রিকা শুধু বাংলাদেশ বলে নয়, প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছেও নীরব আত্মসমর্পণ করেছে। এখন যা অবস্থা চোকার্স বদনাম ঘোঁচানোর মঞ্চ অন্তত ইংল্যান্ডের মাটি থেকে সাকার হওয়া খুব চাপের। অন্যদিকে ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নের মতো অভিষেক ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচেই আবার পাকিস্তানের কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই পাকিস্তানই তাদের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে যেভাবে হেরেছে তাতে পাকেদের প্রায় বাতিলের পর্যায় ফেলে দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। অথচ সেই পাকিস্তানই কিনা খাদের কিনারা থেকে ফিরে এসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে। এক্ষেত্রেও ৩৪৯ রান করে পাকিস্তান যে বিশাল পাহাড় তৈরি করেছিল, তার ডিভিডেন্ট কুড়িয়েছে এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশ। নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াও তাদের প্রথম ম্যাচ থেকে জয় তুলে নিয়েছে। বিশ্বকাপে নবাগত আফগানিস্তান আপাতত কোনও ইন্দ্রপতন ঘটাতে পারে কিনা সেদিকে নজর রয়েছে পুরো ক্রিকেট দুনিয়ার। উল্লেখ্য, এশিয়ার ৩টি দেশ ৪ বার বিশ্বকাপ দখল করেছে। এর মধ্যে ভারত ২ বার। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান একবার করে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া ৫ বার আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২ বার কাপ ঘরে তুলেছে। ক্রিকেটের উদ্ভাবক দেশ ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকা একবারও জিততে পারেনি বিশ্বের এই সেরা টুর্নামেন্ট। আফগানিস্তান আর বাংলাদেশ তো সেদিক থেকে অনেকটাই দুর্বল। যদিও এবার যেভাবে বিশ্বকাপ গড়াতে শুরু করেছে তাতে বড় ধরনের অঘটন ঘটলেও চমকে যাওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে নতুন কোনও চ্যাম্পিয়ন দেখা যেতেই পারে। যদিও বিশেষজ্ঞরা এখনও বাজি ধরছেন ভারত ও ইংল্যান্ডের পক্ষে।

স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নাররা প্রত্যাবর্তন ঘটানোর পরে অবশ্য ৫ বারের বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়াকেও নজরে রাখতে হচ্ছে। প্রায় খাদের ধারে চলে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া গত ভারত সফর থেকে যে রসদ সংগ্রহ করেছে তা অজিদের আরও একবার বিশ্বজয়ী হওয়ার ইচ্ছায় ভালো মতো ইন্ধন জোগাচ্ছে। হবে নাই বা কেন? এই অস্ট্রেলিয়া তো আর আগের অস্ট্রেলিয়া তো এক নয়। অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নার বাণপ্রস্থে চলে যাওয়ায় ল্যাজেগোবরে হয়ে উঠেছিল অজিরা। বেশ কয়েকটা সিরিজ তাই ধাক্কা খাওয়ার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীদের। সেই দলটাই এখন কেমন যেন পালটে যাওয়ার অভিমুখ দেখাচ্ছে। গত ভারত সফরে জয়ের মধ্যে দিয়েই তা আরও বিকশিত হয়েছে।

ঘরের মাঠে শেষ কয়েকটা সিরিজে ভারত হতশ্রী পারফর্ম করেছে। বোঝাই যায় নি এই দলটাই কদিন আগে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে গিয়ে রীতিমতো গুড়িয়ে দিয়ে এসেছে অজি ও কিউয়িদের। তারাই কেমন মুহ্যমান হয়ে উঠেছে ঘরের মাঠে। টি-২০ তে অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিরিজ হার দিয়ে শুরু। ৩ ম্যাচের সিরিজে ১-২ হার মানার পর ৫০ ওভারের সিরিজেও ০-২ পিছিয়ে পড়েও অজিরা যেভাবে ফেরৎ এসেছে তা ভারতীয়দের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যাদের ফেভারিট বলে আগে থেকেই ঢাক পিটিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট বিশ্ব সেই ভারতীয় দলে আচমকাই যেন হতাশা গ্রাস করে নিয়েছে। ০-২ থেকে ২-২ করা শুধু নয়, পাঁচ ম্যাচের সিরিজের শেষ লড়াই দিল্লির মাটি থেকে হাসিল করে অজিরা নিজেদের অনুকূলে সিরিজ ৩-২ করে ফেলেছে। বলাবাহুল্য, দেশের মাঠের হারকে যেন রিভার্স অ্যাকশনের মতো ফেরত পাঠিয়েছে তারা ভারতভূমিতে। এখন যেভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ চমক জাগাতে শুরু করেছে তাতে করে এই দুই এশিয়ান দেশকেও হেলাফেলা করা যাচ্ছে না। এদের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজকেও পুরোদস্তুর প্রেক্ষাপটে রাখতে হচ্ছে। সবমিলিয়ে বিশ্বকাপের আসর এবার সত্যিই জমে উঠতে চলেছে। এজন্যই বোধহয় বলা হয় ক্রিকেট হল বড় অনিশ্চয়তার খেলা। এখানে কে-কবে চমকে দেবে তা আগাম অনুমান করা মুশকিল। এই জায়গা থেকেই এবারের বিশ্বকাপের গুরুত্ব বা গ্রাফ বাড়ছে হুহু করে।

যে কোনও টুর্নামেন্টে দেখা যায় যাদের ফেভারিট ধরা হয় তারা সবসময় প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না। আবার অনেক সময় ফেবারিটরা দুর্দান্ত খেলে তাদের প্রতি করা সুনামের সম্মান রাখে। এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপেও এমন ফেভারিট তকমা দেওয়া হচ্ছে ৩-৪ টি দলকে। আয়োজক ইংল্যান্ড দলটিকে ধরা হয়েছে এতদিনকার সেরা দল হিসাবে। রুট, বেয়ারস্টো, মর্গ্যানদের ওপর তাই শুধু ইংরেজ নয়, সারা ক্রিকেট বিশ্বের অনেক প্রত্যাশা আছে। অন্যদিকে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়াও এবার কাপ জেতার বড় দাবিদার। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ৫ বারের বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে ঘিরেও অনেকের আশা রয়েছে। কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ধরা হচ্ছে এবারের টুর্নামেন্টের সেরা চমক হিসাবে। ডার্ক হর্স বিবেচিত করা হচ্ছে সেই ক্যারিবিয়ানদের যারা ১৯৭৫ ও ১৯৭৯-উপর্যুপরি দুবার বিশ্বকাপ জিতে সাড়া জাগিয়েছিল।

এভারেস্ট জয়ী কুন্তল ও সায়ন চ্যাটার্জী স্মরণে ক্যুইজ

মলয় সুর : হুগলির মা মিশন আশ্রম আয়োজিত ৬৩তম বর্ষে সায়ন মেমোরিয়াল মেঘা ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার (২৬ মে) ২২ বছরের তরতাজা সায়ন জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। তাঁর এই মর্মাহত অকাল প্রয়াণে জীবন সায়াহ্নে নিষ্ঠুর কি পরিহাস। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান, খুবই মেধাবী ছাত্র। এই কাঁচা বয়সেই নাটক ও কবিতা লেখায় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। সায়ন চুঁচুড়া সুগন্ধ্যা থেকে বেঙ্গল স্কুল অফ টেকনোলজিতে ফারমাসিউটিক্যাল পড়ছিল হুগলি কানাগড় কমিশন আশ্রমে এদের নিয়ে অভিনব ক্যুইজের অনুষ্ঠান।

এই হুগলি স্টেশনের পাশেই আশ্রমের অনবদ্য নিবেদনের প্রাণপুরুষ কার্তিক দত্ত বণিক তথা ক্যুইজ মাস্টারের উদ্যেগেই সায়ন চ্যাটার্জী ও এভারেস্ট জয়ী কুন্তল কাঁড়ারকে উৎসর্গ করলেন। কার্তিক জানান, কুন্তল ও সায়ন আজ আমাদের মধ্যে নেই। একসময় আশ্রমে তারা বহুবার পা রেখেছিল। তাই তাদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ তিনজন প্রতিযোগী প্রথম সুমন কুমার নিয়োগী, দ্বিতীয় অনুপ রতন আইচ, তৃতীয় সুকান্ত বিশ্বাস সেদিন বিকেলে গীতবিতান বইয়ের অংশ থেকে নেওয়া বাঙালির মনন জুড়ে রবি ঠাকুরের লেখা গান অন্নপূর্ণা বণিক সুন্দর পরিবেশন করে শ্রোতাদের মাতিয়ে দিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সায়নের বাবা-মা সুভাষ ও জুঁই চ্যাটার্জী, বন্দনা বণিক, বিশ্বজিৎ দাস, মা অন্নদা আশ্রমের ছোট ছেলেরা।

কোপাতে মেপে দেখার লড়াইয়ে লাতিন হিরোরা

রূপম জানা : ২০১৫ এ কোপা আমেরিকার মর্যাদাপূর্ণ লড়াইয়ে ফেভারিট আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে উড়িয়ে দিয়ে কাপ ঘরে তুলেছিল চিলি। বিশ্বকাপ ফাইনালেও একইভাবে আশাভঙ্গ হয়েছিল আর্জেন্টিনার। সব থেকে বড় কথা এই মুহূর্তে ফুটবলবিশ্বের সেরা তারকা হয়েও লিওনেল মেসি কিছুতেই জিতে নিতে পারেন নি এই দুটি মেগা ইভেন্ট। কোপা না জেতার দুঃখের মতো বিশ্বকাপেও বারংবার লিওনেলের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। ২০১৪-এ ফাইনালে জার্মানির কাছে হারতে হয়েছিল। আর ২০১৮ তে আর্জেন্টাইনদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তারা পরের রাউন্ডেই যেতে পারে নি। মেসিকে দেখা গিয়েছে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে। অন্য খেলোয়াড়দের অবস্থা তথৈবচ। এমতাবস্থায় আরও একবার কোপার চ্যালেঞ্জ নিতে চলেছেন মেসি ব্রিগেড।

যদিও বিশ্বকাপের তুলনায় কোপা অনেকটাই নগণ্য। তাও লাতিন আমেরিকার ঘরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিচারে কোপা আমেরিকার গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। বিশ্বকাপের পরে সেই কোপাতেও নীল-সাদা রথ থেমে যাওয়ায় দারুণভাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন মেসি। বন্যেরা বনে সুন্দরের ধাঁচেই মেসি যে শুধুমাত্র ক্লাব ফুটবলেই সেরা এমন কথাও উঠে এসেছিল বিশেষজ্ঞদের মহলে। সেই যাবতীয় অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার বড় সুযোগ আর্জেন্টিনা তথা মেসির সামনে এবার বয়ে নিয়ে এসেছে শতবার্ষিকী কোপা কাপ।

এখন পর্যন্ত সেন্টিনারি কোপাতে মেসির পা যে কথা বলছে তা বলাইবাহুল্য। পানামা দিয়ে যে ঝড় শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকল এবারের প্রথম সেমিফাইনালেও। আয়োজক দেশ আমেরিকা পুরো টুর্নামেন্টে বেশ নৈপুণ্যের ছাপ রাখলেও আর্জেন্টিনার কাছে কার্যত গুড়িয়ে গেল মেসি ম্যাজিকে। আমেরিকা বিজয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে একটিমাত্র গোল করলেও পুরো দলকে কিভাবে চাগাতে হয় তা এদিন দেখিয়ে দিলেন মেসি। নিজে দলের দ্বিতীয় গোলটি করার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়ে উঠলেন। বাতিস্তুতার রেকর্ড ভেঙে ৫৫ টি আন্তর্জাতিক গোলের মালিক হলেন লিওনেল। চিলিকে ফাইনালে পাওয়া মানে প্রতিশোধের সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য তৈরি হয়ে যাওয়া। চিলিকে তার আগে অবশ্য দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পেরতে হবে কলম্বিয়ার বাধা।

মেসি দেশের হয়ে ফ্লপ, ক্লাব ফুটবলেই তিনি বাদশাহ এমন যে প্রবাদ ফুটবল বাজারে ছড়িয়ে গিয়েছে এখন তা মোচন করার গুরুভার স্বয়ং এই বাঁ পায়ের জাদুকরের পায়ে। এমনকি মেসি যে দেশের হয়ে সফল হন না এই হাওয়ায় গা ভাসিয়েছেন স্বয়ং দিয়েগো মারাদোনা। কোপা শুরুর পর তার এই মন্তব্য কার্যত ঝড় তুলেছে আর্জেন্টিনা জুড়ে। আর তারপর থেকেই কার্যত ঝিলিক দেখাতে শুরু করেছেন মেসি। এমন একটা সময়ে কোপা ফাইনালে নামতে চলেছেন মেসি যখন তার ঠিক ৩০ বছর আগে এই জুন মাসেই বিশ্বকাপ জিতেছিল মারাদোনা বাহিনী। দিয়েগোর পাশে সেবার যেমন জ্বলে উঠেছিলেন বুরুচাগা-ভালদানোরা, তেমনই এবার মেসির পাশে যথেষ্ট সপ্রতিভ হিগুয়েন, দি-মারিয়া, লাভেজ্জিরা। হিগুয়েন তো আমেরিকার সঙ্গে সেমিফাইনালে দলের হয়ে জোড়া গোলও করেছেন। ১৯৮৬-এর সেই দলের কোচ কার্লোস বিলার্ডোর সঙ্গেও যেন খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এবারের প্রশিক্ষক মার্তিনের।

একদিকে বিশ্ব ফুটবলে ইউরোপে যদি জার্মান রাজ চলতে থাকে তবে নিঃসন্দেহে লাতিন আমেরিকার সেরা আর্জেন্টিনা। বিশেষ করে ব্রাজিলের অফ ফর্ম চলতে থাকায় আর্জেন্টিনার কাঁধেই চেপেছে লাতিন ফুটবলের সম্মান। এই জায়গা থেকেই পরীক্ষা মেসির। মারাদোনার সমালোচনা তাকে যে ব্যাপক তাতিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা শচীনের মুখে বিরাট কোহলির সমালোচনার মতো। বুদ্ধিমান শচীন অবশ্য উত্তরসূরী বিরাট সম্পর্কে ইতিবাচক কথাই বলেন বারংবার। কিন্তু মারাদোনা কেন তাঁর দশ নম্বর জার্সির উত্তরাধিকারী সম্পর্কে এতটা বিরূপ তা বোধহয় ফুটবল দেবতাই জানেন।

বিশ্বকাপ ছাড়া দলগত যেসব টুর্নামেন্টের দিকে সারা বিশ্বের নজর থাকে তার মধ্যে অন্যতম সেরা হল কোপা কাপ ও ইউরোপিয়ান কাপ। বস্তুত লাতিন আমেরিকা ইউরোপের বিশ্বসেরা দলগুলোকে নিজেদের মেপে নেওয়ার বড় মঞ্চ পান এখানে।

অনেকসময়ই দেখা গিয়েছে ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকার ফেভারিট দেশগুলো ইউরোপিয়ান কাপ বা কোপা আমেরিকায় সাফল্য পাচ্ছে না। সেসব জায়গায় উঠে আসে আনকোরা কোনও দল। ইউরোপের ক্ষেত্রে গ্রিস বা কোপার ক্ষেত্রে চিলির মতো দল বরাবর বড় দলের গাঁট হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে।

ফের রোনাল্ডো ম্যাজিক সবুজ কার্পেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রাজিলিয় জাত রোনাল্ডোকে কিছুদিন আগেও মেসি-নেইমারের সঙ্গে তুলনা করত ফুটবল বিশ্ব। যদিও মেসির মতোই ক্লাব স্তরে রোনাল্ডো যেরকম সাফল্য পেয়েছেন দেশের হয়ে ততটা সাফল্য আসেনি তার। সেই রোনাল্ডোকেই ভরপুর মেজাজে পাওয়া গেল নেশনস কাপে। রোনাল্ডোর অসাধারণ হ্যাটট্রিকের উপর নির্ভর করে সুইৎজারল্যান্ডের মতো শক্তিশালী ইউরোপিয়ান দলকে ৩-১ গোলে হারাল পর্তুগাল। যে পারফরমেন্স দেখে জাতীয় দলে রোনাল্ডোর সতীর্থ তারকা পেপে বলেই দিলেন, রোনাল্ডো হল গোল করার যন্ত্র। খেলার ২৫ মিনিটেই অসাধারণ একটি গোল করে রোনাল্ডো এগিয়ে দেয় পর্তুগালকে। প্রথমার্ধে ১-০ এগিয়ে ছিল পর্তুগিজরা। পরে দ্বিতীয়ার্ধের ৫৭ মিনিটে সুইৎজারল্যান্ডের রিকার্ডো রডরিগেজ প্রযুক্তির সাহায্যে পাওয়া সুবিধায় গোল পরিশোধ করেন পেনাল্টিতে। ১-১ হয়ে যাওয়ার পর ফের দেখা যায় রোনাল্ডো ম্যাজিক। বলা যায় প্রায় নিজের জোরে দুটো গোল করে পর্তুগালকে নিরঙ্কুশ জয়ের পথে নিয়ে যান তিনি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গোলটি রোনাল্ডো প্রায় একই জায়গা থেকে করেন। দুটোই চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো গোল। প্রথমটা সতীর্থর ক্রস থেকে। আর তৃতীয় গোলটা এক অসাধারণ ফ্রি-কিকের ফসল।

এভাবে একার কৃতিত্বে পর্তুগালকে জয়ী করার পর রোনাল্ডোকে নিয়ে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে উৎসব। পর্তুগালের কোচ স্যান্টোস বলেছেন, অতীতেও ক্রিশ্চিয়ানো সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো বিশেষণ বলেছি সেই ২০০৩ সালেও ওর কোচ ছিলাম (লিসবনে থাকাকালীন)। ওর অনেক দুর্দান্ত ম্যাচ সামনে থেকে দেখেছি। তার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি ওর জুড়ি একমাত্র ও নিজেই। এখনও যেভাবে দলকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন তাতে আগামী বিশ্বকাপেও ফের দলের হয়ে সক্রিয় হতেই পারেন তিনি।

দুনিয়ায় অনেক ফুটবলার আছেন যারা বিশ্বমানের সেরার সেরা হলেও দেশের হয়ে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান পেতে পারেন নি। আবার অন্যদিকে পেলে, মারাদোনার মতো ফুটবলাররাও হাতের সামনে নজির হিসেবে রয়েছেন যাঁরা নিজেদের টপ ফর্মে বিশ্বকাপ জিতে দেখিয়েছেন। অথচ জিকো, সক্রেটিসের মতো তারকা ব্রাজিলিওদেরও একটা সময় ব্যাপক খরার মুখে পড়তে হয়েছে। যে ব্রাজিল ১৯৭০ পর্যন্ত পেলে ম্যাজিকে ভর করে বিশ্বকাপের সেরা দল হয়ে উঠেছিল, তাদেরই পরবর্তী ২৪ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল দুনিয়ার সেরা এই কাপ জেতার জন্য। হতভাগ্যদের দলে তাই জিকো, সক্রেটিস ছাড়াও যোগ হয়েছে বেবেতো, রোমারিওর মতো তারকা। পরবর্তী কালে সিনিয়র রোনাল্ডোর জমানায় আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ১৯৯৪-এর বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ব্রাজিল। ১৯৯৮ তেও ফাইনালে পৌঁছেছিল এই বিশ্ব সেরা দল। কিন্তু রোনাল্ডোর মতো তারকারা থাকা সত্ত্বেও অদ্ভুত ভাবে ফ্রান্সের মাঠে আত্মসমর্পণ করে ০-৩ পরাজিত হয় ব্রাজিল।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com